শিক্ষক সহায়িকা

শিল্প ও সংস্কৃতি

ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে
শপথ গ্রহণ করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে শক্ত ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নেওয়া এক কোটি বাঙালি শরণার্থীর পুনর্বাসন, স্বাধীন হওয়ার তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে ফেরত পাঠানো, মাত্র দশ মাসের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রের জন্য সংবিধান প্রণয়ন এ সবই বঙ্গবন্ধুর কৃতিত্ব।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম - ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

শিক্ষক সহায়িকা

শিল্প ও সংস্কৃতি

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

তানজিল ফাতেমা
ড. মোঃ কামালউদ্দিন খান
শেখ নিশাত নাজমী
কামরুল হাসান ফেরদৌস
মোঃ রেজওয়ানুল হক
মুহাম্মদ রাশীদুল হাসান শরীফ
তানজিনা খানম
সুলতানা সাদেক

সম্পাদনা

মঞ্জুর আহমদ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২২
পুনর্মুদ্রণ : ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা
মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ
রাসেল রানা
এস এম রাকিবুর রহমান

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ চিত্রণ
সৈয়দ ফিদা হোসেন

রিকশা পেইন্টিং
সৈয়দ আহমাদ হোসেন
রফিকুল ইসলাম

গ্রাফিক্স
নূর-ই-ইলাহী
আবাবিল যুল জালাল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড-১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষের ভেতরে সীমাবদ্ধ না রেখে শ্রেণির বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে ষষ্ঠ শ্রেণির শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বিষয় পরিচিতি

আমাদের মনের সুন্দর চিন্তাগুলোকে যখন আমরা সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করি তখন তা হয়ে ওঠে শিল্প। আমাদের জীবনযাত্রা, ভাষা, খাবারদাবার, আচার, আচরন, অনুষ্ঠান, পোশাক, শিল্প সব কিছু নিয়ে আমাদের সংস্কৃতি। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ ও জাতির রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি। ভুবনজোড়া সংস্কৃতির এই ভিন্ন ভিন্ন রূপের কারণে আমাদের পৃথিবী এত সুন্দর ও বৈচিত্র্যময়।

'শিল্প ও সংস্কৃতি' বিষয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা নিজের দেশ ও সংস্কৃতিকে ভালোবাসার পাশাপাশি অন্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব। একই সঙ্গে আমাদের অনুভূতিগুলোকে আঁকা, গড়া, কণ্ঠশীলন, অঙ্গভঙ্গি, লেখাসহ নানা রকমের সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারব।

বইতে অভিজ্ঞকাগুলো সাজানো হয়েছে ঋতু-প্রকৃতি এবং জাতীয় ও সামাজিক ঘটনা প্রবাহকে কেন্দ্র করে। আমরা পাঠ শুরু করেছি আনন্দযাত্রার মধ্য দিয়ে। তাই প্রথম অভিজ্ঞতার নাম দিয়েছি 'আনন্দধারা'। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে যেহেতু শীত ঋতু তাই পরের অভিজ্ঞতাটি হয়েছে 'শীত প্রকৃতির রুপ'। ঋতুর এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে বছর জুড়ে। একই সাথে জাতীয় দিবসগুলোকে কেন্দ্র করেও অভিজ্ঞতা সাজানো হয়েছে।
রিকশা শিল্পীদের দীর্ঘ দিনের চর্চার মাধ্যমে বাংলাদেশে রিকশা শিল্প আজ একটি জনপ্রিয় শিল্পধারা হিসেবে সমাদৃত। ষষ্ঠ শ্রেণির 'শিল্প ও সংস্কৃতি' পাঠ্যবইয়ের প্রচ্ছদে এই শিল্পের আলংকারিক শৈলিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

'শিল্প ও সংস্কৃতি' বিষয়ের মধ্য দিয়ে আমরা চারু ও কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, অভিনয়, লেখাসহ শিল্পকলার যে শাখায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব, সে শাখায় ইচ্ছেমতো আমাদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটাতে পারব এবং শিল্পের আনন্দ উপভোগ করতে শিখব। এর চর্চার মাধ্যমে আমরা একদিকে যেমন শিল্পকলায় দক্ষ হয়ে উঠতে পারি, তেমনি দৈনন্দিন জীবনেও সে নান্দনিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে পারি। ভাষা আন্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধসহ গর্ব আর আত্ম-ত্যাগের সকল ইতিহাসকে জেনে অন্তরে ধারণ করে দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবাসতে শিখব 'শিল্প ও সংস্কৃতি' বিষয়টির মধ্য দিয়ে।

সূচিপত্র

ভূমিকা	১-৮
আনন্দধারা	৯-১৪
শীত-প্রকৃতির রূপ	১৫-১৮
পলাশের রঙে রঙানো ভাষা	১৯-২২
স্বাধীনতা তুমি	২৩-২৭
নব আনন্দে জাগো	২৮-৩১
আত্মার আত্মীয়	৩২-৩৭
বৃষ্টি ধারায় বর্ষা আসে	৩৮-৪৩
শুধিতে হইবে ঋণ	৪৪-৪৭
শরৎ আসে মেঘের ভেলায়	৪৮-৫২
হেমন্ত রাঙা সোনা রঙে	৫৩-৫৬
বিজয়ের আলোয় সুন্দর আগামী	৫৭-৫৯
মূল্যায়ন	৬০-৬৩

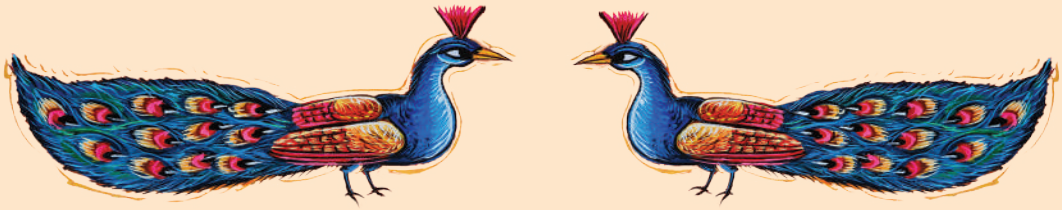

ভূমিকা

শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের কাছে আনন্দময় করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের নান্দনিক ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন করে গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিল্প ও সংস্কৃতি। শিল্প ও সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে শিশুদের সৃজনশীল চিন্তার সঠিক বিকাশ ঘটানো যায়। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক জাতি স্বীয় শিল্প ও সংস্কৃতিনির্ভর শিক্ষার মধ্য দিয়ে নিজেদের সৃজনশীলতাকে বিশ্বব্যাপী তুলে ধরেছে। যে জাতি নিজের সংস্কৃতিকে ভালোবাসে সে অন্যের সংস্কৃতিকেও সম্মান করে। নিজস্ব জাতিসত্তাকে কীভাবে বিশ্বজনীন করে উপস্থাপন করা যায় তা জানতে হলেও একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তাই শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিল্পকলার বিভিন্ন শাখা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে রস আস্বাদন করতে পারা, নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করার মাধ্যমে অন্যের সংস্কৃতির প্রতি সংবেদনশীল হতে পারা, নান্দনিক ও রুচিশীলভাবে জীবন যাপনে আগ্রহী হওয়া এবং নিজেদের সৃজনশীলতাকে বিশ্বব্যাপী তুলে ধরা ।

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়টিকে একটি সমন্বিত বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেখানে শিল্পকলার অন্তর্গত দৃশ্যকলা ও উপস্থাপনকলার বিভিন্ন সৃজনশীল শাখা (চারু ও কারুকলা, নৃত্য, কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত, আবৃত্তি, অভিনয় ও সাহিত্য) চিনবে, জানবে, চর্চার সুযোগ পাবে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ভিত্তিতে যেকোনো শাখায় বিশেষায়ণ করতে পারবে। সাথে সাথে বিশেষায়ণের দিকে আনগ্রসর শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও সক্ষমতার ভিত্তিতে তাদের শ্রোতা বা দর্শক হিসেবে রস/স্বাদ/আনন্দ আস্বাদন/উপভোগ করতে পারার ব্যাপারে তাদের দক্ষ ও আগ্রহী করে তোলা হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী একজন নান্দনিক, রুচিশীল ও শিল্পবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে এবং জীবন যাপন করতে পারবে।

এছাড়াও শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনে শিল্পকে উপজীব্য করে উচ্চতর শিক্ষা বা আত্মনির্ভরশীল হতেও শিল্পকলার যেকোনো শাখাকে বিবেচনা করতে পারবে।

বিষয়ের ধারণায়ন

শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে উদার, সংবেদনশীল, নান্দনিকবোধসম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকৃতি পাঠ, শিল্প ও সংস্কৃতি-নির্ভর শিক্ষাপদ্ধতি এবং তার সঙ্গে সমসাময়িক বিশ্বের সৃজনশীল শিক্ষার মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে সামনে রেখেই এই শিল্প ও সংস্কৃতি এর সমন্বিত শিখন বিষয়টি পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিল্পকে উপজীব্য করে শিশুদের সঠিক মনোবিকাশে সহায়তা করা যাবে। এই শিখনের পদ্ধতিটি হবে নিম্নরূপ:

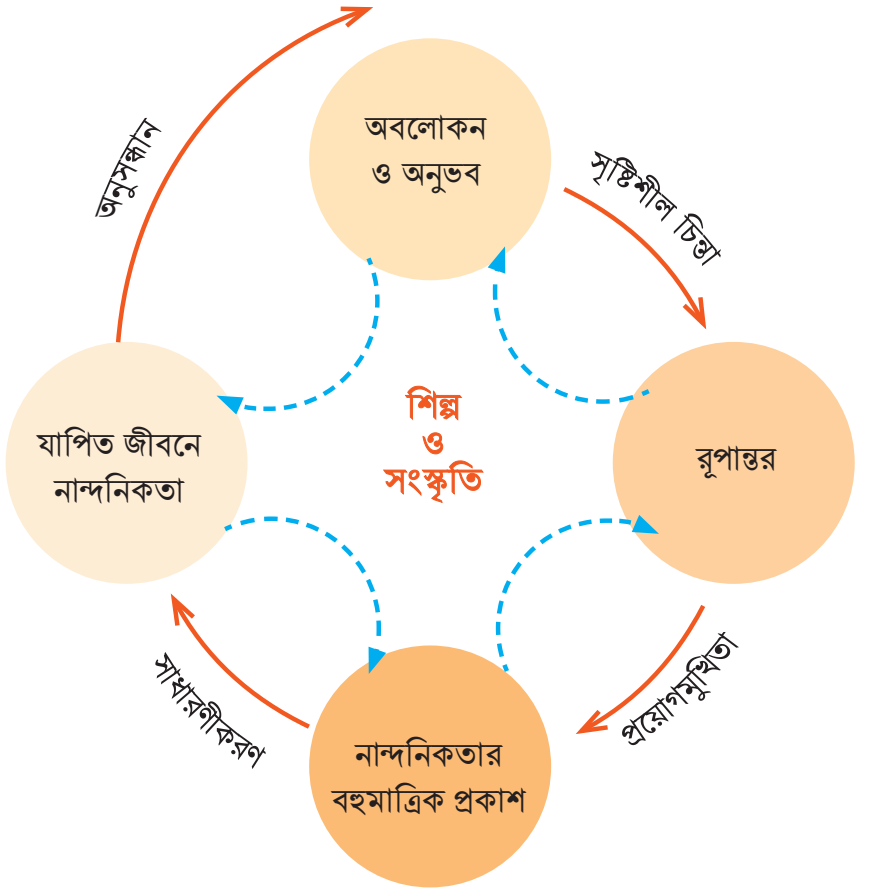

প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য অবলোকন, অনুভব ও প্রতিলিপি বা প্রতিরূপ তৈরি

প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে অবলোকন ও অনুভব করে (দেখে, শুনে, স্পর্শ ও অনুধাবন করে) শিল্পের বিভিন্ন শাখার উপাদান আকার-আকৃতি ও গড়ন, রং, সুর, তাল, লয়, ছন্দ ইত্যাদি অনুসন্ধান ও উপলব্ধি করা এবং তার প্রতিলিপি ও প্রতিরূপ তৈরি করা।

রূপান্তর

প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে অবলোকন ও অনুভব করা এবং অর্জিত ধারনার নান্দনিক ও সৃজনশীল রূপান্তরের মধ্যদিয়ে তা শিল্পের বিভিন্ন শাখার উপাদান সমুহের মাধ্যমে প্রকাশ করা।

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ

নান্দনিক ও সৃজনশীল রূপান্তরের ধারণা ও যোগ্যতা নিজের দৈনন্দিন কাজ ও বিশেষত্ব তৈরিতে বহুমাত্রিকভাবে প্রয়োগ করতে পারা।

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা

যাপিত জীবনে নান্দনিকতার মাধ্যমে মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও গুণাবলির বিকাশ (জাতীয়তা, বিশ্ব-নাগরিকত্ব, পরিবেশ সংরক্ষণ, মানবিকতা, বৈচিত্র্যকে সম্মান, সৃষ্টিশীলতা ইত্যাদি

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন, অনুধাবন করে এবং পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ দেখে, শুনে, রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার শাখার মাধ্যমে সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া। শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার সৃজনশীল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ কিংবা শ্রোতা/দর্শক হিসেবে তার রস/স্বাদ/আনন্দ আস্বাদন/উপভোগ করতে পারা। কোনো একটি শাখায় নিজের আগ্রহ, উৎসাহ, দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা এবং লোকজ, দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা করতে পারা।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য মোট পাঁচটি যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণির জন্য যে যোগ্যতাগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে তা হলো :

৬.১ প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন, অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া,

৬.২ পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ দেখে, শুনে রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া,

৬.৩ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার সৃজনশীল কার্যক্রমে আগ্রহ নিয়ে অংশগ্রহণ, লোকজ, দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা করে যেকোনো একটি শাখায় নিজের আগ্রহ, উৎসাহ, দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা, এবং শ্রোতা/দর্শক হিসেবে তার রস/স্বাদ/আনন্দ আস্বাদন/উপভোগ করতে পারা,

৬.৪ বয়স উপযোগী অডিও ভিজ্যুয়াল বিষয়বস্তু উপভোগ করে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুধাবন করে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারা এবং পরিবেশ ও ঘটনার সংগে সংযুক্ত করতে পারা,

৬.৫ নিজের দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার প্রয়োগ করতে পারা।

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৬.১

প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন, অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।

এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য যেভাবে শিখন অভিজ্ঞতার সুযোগ করে দিতে হবে

আকাশ, বাতাস পানি, মাটি, বালি, চাঁদ, সূর্য, তারা, নদী, পাহাড়, খাল, বিল, গাছপালা, লতা, পাতা, ফুল, ফল, পশু, পাখি প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানসমুহে দিনের বিভিন্ন প্রহরে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তা অবলোকন ও অনুভব করাতে হবে। ভোরের স্নিগ্ধ সূর্যের আলোতে গাছের পাতার রং যেরূপ সবুজ দেখা যায়, ঠিক দুপুরের উজ্জল তিক্ষ্ণ আলো বা শেষ বিকেলের সোনালী আলোতে একই গাছের পাতা একই রকমের সবুজ রং পরিলক্ষিত হয়না। আলো-ছায়ার তারতম্যের কারণেও একই গাছের আকার, আকৃতি, গড়ন রং ও বুননে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা শিক্ষার্থীদের অবলোকন করার পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে হবে।

ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রকৃতির উপাদানসমুহের যে বহুমাত্রিক রূপ পরিলক্ষিত হয় তার শিক্ষার্থীদের অবলোকন করার পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে হবে যেমন- গ্রীষ্মের অগ্নিস্নানে প্রকৃতির উপাদানসমুহ যেখানে রুদ্র ও উষ্ণ রূপ ধারণ করে, সে প্রকৃতি বর্ষাস্নানে শীতল ও চঞ্চল হয়ে নতুন করে গাছপালায় প্রাণ সঞ্চার করে। প্রকৃতি হয়ে ওঠে সবুজ। সে সবুজ হয়ে বেড়ে ওঠা প্রকৃতিতে নীল আকাশের সাথে সূর্যের আলোর লুকোচুরি জানিয়ে দেয় শরতের উপস্থিতি। সবুজ প্রান্তর সোনালী রং ধারণ করে, নবান্নের মধ্যদিয়ে হেমন্তের আগমনে পাতাহীন গাছের শাখা নিয়ে আসে শীতের বার্তা। সে পাতাহীন গাছের শাখা আবার ফুল পল্লবে নতুন রং ও রূপ লাভ করে বসন্তের আগমনে। সারা বছর জুড়ে প্রকৃতির উপাদান আর বিষয়বস্তুতে স্বর, তাল, লয়, ছন্দের যে বহুমাত্রিক রূপ পরিলক্ষিত হয় তা শিক্ষার্থীদের অবলোকন ও অনুভব করার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে।

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৬.২

পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ দেখে, শুনে রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।

এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য যেভাবে শিখন অভিজ্ঞতার সুযোগ করে দিতে হবে

পারিবারিক ও সামাজিক ঘটনা যেমন- বাবা, মা, ভাই, বোনের সাথে খাওয়া, ঘুমানো, বেড়ানো, খেলাধূলা করা, পারিবারিক কাজে সহায়তা করা, গল্প করা, গৃহপালিত প্রানীর চলন, স্বর, বাড়ীর সামনে গাছের বেড়ে ওঠা অবলোকন করতে দেওয়া।

দৈনন্দিন সামাজিক ঘটনা যেমন- সহপাঠীর সাথে স্কুলে যাওয়া, বেড়ানো, খেলাধূলা করা, পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান, গল্প করা, স্থানীয় সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন ইত্যাদির মাঝে শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার যে উপাদান ও বিষয়বস্তুর মিল পাওয়া যায় তা অনুধাবন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে।

জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ যেমন-বিদ্যালয়ের বর্ষপঞ্জী অনুসারে শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতীয় শিশু দিবস, স্বাধীনতা দিবস, নববর্ষ, জাতীয় শোক দিবস, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যদিয়ে দিবসগুলোর তাৎপর্য অনুধাবন করে শিল্পকলার যেকোনো শাখায় একক/সমষ্টিগতভাবে প্রকাশ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে।

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৬.৩

শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার সৃজনশীল কার্যক্রমে আগ্রহ নিয়ে অংশগ্রহণ, লোকজ, দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা করে যেকোন একটি শাখায় নিজের আগ্রহ, উৎসাহ, দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা, এবং শ্রোতা/দর্শক হিসেবে তার রস/স্বাদ/আনন্দ আস্বাদন/উপভোগ করতে পারা।

এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য যেভাবে শিখন অভিজ্ঞতার সুযোগ করে দিতে হবে

বাংলাদেশে রয়েছে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আমাদের দেশকে দিয়েছে এক দৃঢ় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন। 'আমারই দেশ সব মানুষের' এই ভাবধারাকে অনুধাবন করার পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে হবে।

বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস, লোকবিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক চর্চার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মানসিকতা তৈরিতে ভূমিকা রাখতে হবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় লোকসংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা লোকশিল্প (Folk art) এর শাখা লোকচিত্রকলা ও কারুকলা, লোকসংগীত, লোকনৃত্য, লোকনাট্যসহ লোকশিল্পের শহুরে রূপ (Urban folk art)কে জানার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। যার মধ্যদিয়ে শিক্ষর্থীরা শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার সৃজনশীল কার্যযক্রমের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ, উপভোগ, অংশগ্রহণ ও চর্চার মাধ্যমে দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবে।

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৬.৪

বয়স উপযোগী অডিও ভিজ্যুয়াল বিষয়বস্তু উপভোগ করে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুধাবন করে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারা এবং পরিবেশ ও ঘটনার সংগে সংযুক্ত করতে পারা।

এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য যেভাবে শিখন অভিজ্ঞতার সুযোগ করে দিতে হবে

বয়স উপযোগী বিভিন্ন অডিও ভিজ্যুয়ালের মাধ্যমে প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ, লোকজ ও দেশীয় সংস্কৃতির উদাহরণ বিষয়বস্তু রূপে উপভোগের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে অডিও সামগ্রী হতে পারে রেডিও, টেপ-রেকর্ডার, সিডি প্লেয়ার, ব্লুটুথ। আর ভিজ্যুয়াল সামগ্রী হতে পারে চার্ট, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট বোর্ড, মানচিত্র, ছবি, মডেল, পাঠ্যবই, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ফ্ল্যাশ-কার্ড, প্রিন্ট সামগ্রী ইত্যাদি। বিষয়বস্তুকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী এগুলোকে উপভোগ করার পর পরিবেশ ও ঘটনার সংগে ভাবগত সংযুক্তির মধ্যদিয়ে নিজের মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে।

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৬.৫

নিজের দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার প্রয়োগ করতে পারা।

এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য যেভাবে শিখন অভিজ্ঞতার সুযোগ করে দিতে হবে

শুদ্ধাচার, মার্জিত অঙ্গভঙ্গি, শালীন আচরণ, পোশাক পরিচ্ছদের গুরুত্ব, কণ্ঠস্বরের পরিমিত ব্যবহারের ধারনা উপস্থাপনকলার বিভিন্ন শাখা থেকে এবং জীবনে পরিমিতি বোধ, স্থান উপযোগী রঙের ব্যবহার, চিত্তাকর্ষক করার জন্য পোশাকের নকশা, বসবাসের স্থানের নান্দনিক আয়োজনের ধারনা দৃশ্যকলার বিভিন্ন শাখা থেকে শিক্ষার্থীরা পেতে পারে তার সুযোগ করে দিতে হবে। কারণ ব্যক্তি জীবনে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার গুরুত্ব অপরিসীম।

আন্তঃবিষয়ক (Interdisciplinary) অ্যাপ্রোচ সংক্রান্ত নির্দেশনা

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের প্রতিটি যোগ্যতা পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। । যেমন—'আনন্দধারা' অভিজ্ঞতাকে ৬.১ বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে যার সাথে শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের ৬.৪ বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার কার্যক্রম যুক্ত করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে এই বিষয়ের সাথে অন্যান্য বিষয় যেমন—বাংলা, বিজ্ঞান, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার সাথেও এর সংযোগ রয়েছে। অভিজ্ঞতা দেওয়ার প্রয়োজনে অন্যান্য বিষয়ের কাজের সাথে তাই যুক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

বিষয়বস্তু

শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য মূল বিষয় হচ্ছে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন, অনুধাবন করে অভিজ্ঞতা সঞ্চার করা এবং শিল্পকলার অন্তর্গত দৃশ্যকলা ও উপস্থাপনকলার বিভিন্ন শাখার উপাদান হিসেবে নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করা।

- দৃশ্য কলা- রেখা, আকার-আকৃতি, গড়ন, আলো-ছায়া, রং, বুনট, পরিসর।
- উপস্থাপন কলা-স্বর, তাল, লয়, মাত্রা, ছন্দ, চলন, রস, মুদ্রা।

শিখন সময়

এই বিষয়ের জন্য শিক্ষাক্রম রূপরেখা অনুযায়ি বরাদ্দকৃত শিখন সময় ৫২ ঘন্টা। অর্থাৎ বছর জুড়ে ৫৬টি সেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ১১টি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাবে। শ্রেণি সময়ের বাইরেও অন্যান্য সময়ও ব্যবহার করা যাবে এই বিষয়ের জন্য।

সেশন বিন্যাস

নং	অভিজ্ঞতা	সেশন সংখ্যা
১	আনন্দধারা	৪
২	শীত-প্রকৃতির রূপ	৪
৩	পলাশের রঙে রাঙানো ভাষা	৪
৪	স্বাধীনতা তুমি	৫
৫	নব আনন্দে জাগো	৫
৬	আত্মার আত্মীয়	৬
৭	বৃষ্টি ধারায় বর্ষা আসে	৮
৮	শুধিতে হইবে ঋণ	৩
৯	শরৎ আসে মেঘের ভেলায়	৮
১০	হেমন্ত রাঙা সোনা রঙে	৩
১১	বিজয়ের আলোয় সুন্দর আগামী	৬
সর্বমোট সেশন		৫৬

সাধারণ নির্দেশনা

- শিল্প ও সংস্কৃতি পাঠ্যবইটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে শুরুর অভিজ্ঞতার শিখন কার্যক্রমে আঁকা, গড়া, গান , নাচ, অভিনয়, আবৃত্তি ও লেখাতে শিক্ষার্থীকে মনের আনন্দে ও স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া যায়। বিশেষ করে, ‘আনন্দধারা’ থেকে ‘নব আনন্দে জাগো’ পর্যন্ত তারা যেন তাদের মনের আনন্দে আঁকতে, গড়তে বা প্রদর্শন করতে পারে সে বিষয়ে উৎসাহিত করতে হবে।
- তবে, পরবর্তী শিখন অভিজ্ঞতাগুলোতে অর্থাৎ ‘আত্মার আত্মীয়’ থেকে ধীরে ধীরে চারু ও কারুকলা, নৃত্য, সংগীত, যন্ত্রসংগীত, আবৃত্তি, অভিনয়, ইত্যাদি বিভিন্ন শাখার উপাদানগুলোর পরিচয় দেয়া হয়েছে।

যেমন- রেখা, আকৃতি-আকার ও গড়ন, রং, আলো-ছায়া, বুনট, পরিসর (দৃশ্যকলা) এবং স্বর, ছন্দ, তাল, লয়, চলন, রস, মুদ্রা (উপস্থাপনকলা)ইত্যাদি। এই নিয়মনীতিগুলো শিক্ষক নিজে জানবেন এবং শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সহজ করে ধারণা দিবেন। উপাদানগুলোর ব্যবহারিক চর্চায় সহায়তা দিবেন। আরোপ না করে তাদের স্বচ্ছন্দ প্রকাশকে গুরুত্ব দিবেন।

- দলগত কাজের ক্ষেত্রে ছেলে শিক্ষার্থী, মেয়ে শিক্ষার্থী ও শিখন চ্যালেঞ্জসম্পন্ন শিক্ষার্থী বা প্রতিবন্ধীতা রয়েছে এমন শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে দলগঠনের ওপর গুরুত্ব দিবেন।
- বিভিন্ন জাতিসত্তা ও শিখন চ্যালেঞ্জসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিষয় বিবেচনায় রেখে সহজ,সরল ও বোধগম্য মৌখিক ভাষার পাশাপাশি প্রয়োজনে ইশারার ভাষা বা অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করতে হবে।
- একটি অভিজ্ঞতার জন্য যে দল ভাগ করবেন তা অভিজ্ঞতা শেষ হওয়া পর্যন্ত বজায় রাখবেন।
- গাছ নির্ধারণের ক্ষেত্রে গাছের ডাল-পালা, শিকড়, পাতা, ফুল, ফল কোনোটি শিক্ষার্থীর জন্য বিপদজ্জনক কি না সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবেন।
- যথাসম্ভব প্রাকৃতিক ও স্থানীয় উপকরণ ব্যবহারে উৎসাহিত করবেন। প্রাকৃতিক রং, গাছের বিভিন্ন রঙিন পাতা, শুকনো পাতা, ডাল, বিভিন্ন রঙের মাটি, পাথর, ফেলনা বস্তু ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। হারমোনিয়াম, তবলা, মন্দিরা, বাঁশিসহ স্থানীয় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারকে গুরুত্ব দেবেন।
- শিক্ষক সহায়িকার শেষে মুল্যায়ন সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশনা দেখে সে অনুযায়ী ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মুল্যায়ন করবেন। সহপাঠী মূল্যায়ন , অভিভাবক মূল্যায়ন ইত্যাদি শিক্ষক সহায়িকা ও পাঠ্যবই অনুসারে অবশ্যই নিশ্চিত করবেন।

মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা

মাদ্রাসা শিক্ষকগণ মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে সংগতি রেখে শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের উল্লিখিত সাধারণ নির্দেশনার আলোকে এই বিষয়ের যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা দিতে সচেষ্ট হবেন। যেমন:

- যেখানে গানের কথা বলা হয়েছে সেখানে শিক্ষকগণ হামদ্, নাত, ইসলামি সংগীত, ইত্যাদি সুবিধা মতো ব্যবহার করতে পারেন।
- আঁকার ক্ষেত্রে রেখা, আকার-আকৃতি, গড়ন, রঙের ধারণা ব্যবহার করে পরম করুণাময় আল্লাহ সৃষ্ট প্রকৃতির সৌন্দর্য এঁকে প্রকাশ করা, আরবি ক্যালিগ্রাফি, বিভিন্ন ইসলামি নকশা আঁকতে সহায়তা দিতে পারেন।
- ইসলামি নীতিভিত্তিক সংলাপ, গল্প ইত্যাদি অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা দিতে পারেন।
- কবিতা আবৃত্তির পাশাপাশি বিশুদ্ধভাবে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত চর্চা করা যেতে পারে।

শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিস্তারিত শিক্ষক নির্দেশনা পরবর্তী পৃষ্ঠা থেকে শুরু করা হলো

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা:

৬.১ প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন, অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।

আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা: ৬.৪

শিখন সময়: ৪টি সেশন

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: আনন্দের সাথে প্রকৃতির রূপ অবলোকন ও অনুধাবন করতে পারবে।

বিষয়বস্তু: এই কার্যক্রমে- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে সহজ সরলভাবে কাজের সাথে মিলিয়ে দৃশ্যকলার অর্ন্তগত কার্যক্রম যেমন- ছবি আঁকা, কোলাজচিত্র, নকশা তৈরি, গাছের পাতা, ফুল, শিকড়, ডালপালাকে মাটি, বালিসহ নানা রকমের প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে বিভিন্ন কিছু গড়তে উৎসাহিত করবেন।

উপস্থাপন কলার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পছন্দের গান গাওয়া, গাছের দুলুনী নিয়ে মজা করে তৈরি করা নাচ অথবা অভিনয়, ইচ্ছেমতো লিখা অথবা কোন পছন্দের কবিতা বা ছড়া বলার বিষয়টি উৎসাহিত করবেন।

আনন্দধারা শিখন অভিজ্ঞতা চক্র

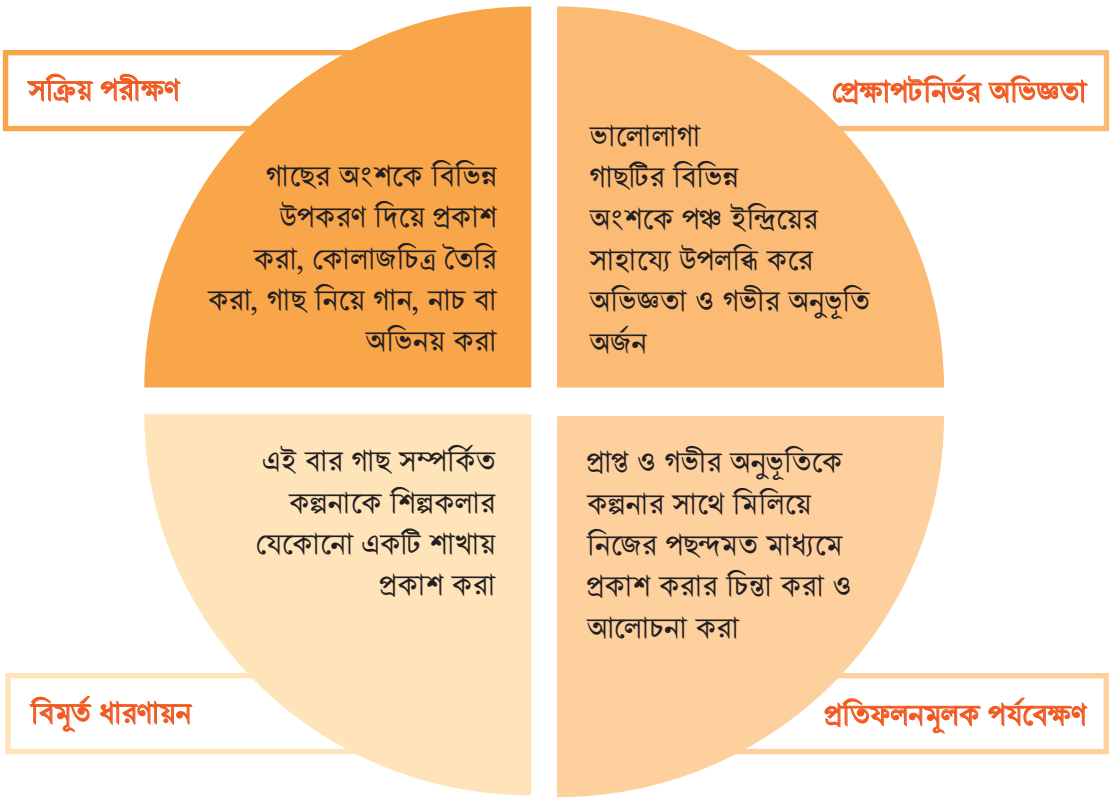

সারসংক্ষেপ: প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য অবলোকন করে প্রকৃতি পাঠ করতে শেখা এই পাঠের উদ্দেশ্য। এই সেশনে অন্যতম প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে গাছ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেয়া হবে। কীভাবে সকল পরিস্থিতে বেড়ে উঠা যায়, অন্যকে সহযোগিতা করা যায়, কষ্ট সহ্য করে টিকে থাকার গুণাবলি অর্জন করা যায় তা প্রকৃতি থেকে জানা যায়। গাছ থেকে আমরা শিখি যে, শিকড়হীন হলে চলবে না। শিকড়ই তার অবলম্বন। তেমনি আমাদের শিকড় হোলো আমাদের সংস্কৃতি। দেশ, মাটি এবং সংস্কৃতিকে কখনও ভুলে গেলে চলবে না। এই অভিজ্ঞতাকে 'আনন্দধারা' বলা হয়েছে কারণ এপাঠের মাধ্যমেই শিক্ষার্থী আনন্দের সাথে প্রকৃতিকে অবলোকন ও অনুভব করে শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ হবে।

শিখন-শেখানো কার্যক্রম:

১ম ধাপ ও ২য় ধাপ: প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা দেওয়া ও এর প্রতিফলন নেওয়া

শিখন সময়: ২টি সেশন

সেশন ১

শ্রেণিকক্ষে আলোচনা

- শিক্ষক প্রথম সেশনে শ্রেণিকক্ষে এসে আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। এর জন্যে আগেই প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন। শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা দিবেন। এ বিষয়টি যে একটি সমন্বিত বিষয় সে সম্পর্কে জানাবেন। শিক্ষার্থীদের সাথে সহজ আর আন্তরিক পরিবেশে কথা বলুন।
- শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়টি সম্পর্কে তাদের ধারণা কি তা উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশের সুযোগ করে দিন। সকলকে উৎসাহ দিন।
- তারা কে কোন মাধ্যমটিতে আগ্রহী তা সবাইকে জানাতে বলুন। নিজ থেকে কেউ কিছু উপস্থাপন করতে চাইলে তা প্রকাশের জন্য স্বচ্ছন্দ্য পরিবেশ সৃষ্টি করুন।
- আনন্দময় পরিবেশে নিজেকে তারা যেন তুলে ধরতে পারে সে ব্যবস্থা করুন। নিজেকে প্রকাশে অনাগ্রহী শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করুন মনে মনে। তাদেরকে ধীরে ধীরে বিভিন্ন কাজে উদ্বুদ্ধ করবেন।
- বইটি দেখতে বলুন। তাদের মনে কোনো প্রশ্ন থাকলে তা শুনুন ও উত্তর দিন।
- এভাবে প্রথম সেশন তাদের আনন্দের মধ্য দিয়েই কাটুক।

সেশন ২

- সাধারনভাবেই ‘গাছ’ সম্পর্কে তাদের ভাবনা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীর পাঠ্যবইয়ের ‘আনন্দধারা’ বা প্রথম অধ্যায়টি দেখে নিতে পারেন। প্রকৃতির অংশ হিসেবে ‘গাছ’ সম্পর্কে তাদেরকে অভিজ্ঞতা দিতে পরিস্থিতি অনুযায়ী একটি ভ্রমন বা প্রদর্শনের বা মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করবেন।

- এরপর শিক্ষক দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা বা বিদ্যালয়ের আশেপাশে ভ্রমণের মধ্য দিয়ে পূর্বনির্ধারিত গাছ দেখাবেন অথবা শিক্ষক নিজে কোন বহনযোগ্য গাছ বা গাছের ডালপালাসহ অংশবিশেষ শিক্ষার্থীদের সামনে প্রদর্শন ও উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সার্বিক একটি ধারণা প্রদান করবেন। এটিকে বলা হচ্ছে “আনন্দ যাত্রা”। অর্থাৎ আনন্দের সাথে প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য অবলোকন করিয়ে প্রাকৃতিক উপাদান “গাছ” কে নতুন রূপে দেখতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।

- শিক্ষক একটি গাছের প্রতিটা অংশ যেমন- শিকড়, কান্ড, পাতা, ফুল, ফলের আকার, আকৃতি, রঙের বৈচিত্র্যকে সহজ সরলভাবে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন গাছ যেমন- আম, জাম, পলাশ, শিমুল ইত্যাদি গাছের মধ্যকার আকার-আকৃতি,রঙের পার্থক্য শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন।

- গাছটির ডালপালা, শিকড়, কান্ড, পাতা, ফুল, ফলের আকার, আকৃতি, রঙের বৈশিষ্ট্য পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেমন -চোখ, কান, নাক,জিহবা, ত্বক এর সাহায্যে সতর্কতার সাথে দেখে, শুনে, স্পর্শ করে, অথবা স্বাদ, গন্ধ উপলব্ধি করে গাছটি সম্পর্কে প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা প্রদান করবেন।
- এই ভ্রমণ শেষে ফিরে আসবার পর, শিক্ষার্থীদের অনুভূতি জানতে চাইবেন এবং যেহেতু এই ভ্রমণ বা অবলোকনের সূত্র ধরে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কাজ করে শিক্ষার্থীদের একটি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হবে তাই শিক্ষকও এর অর্ন্তভুক্ত কাজ সম্পর্কে ধারণা দিবেন। বলবেন যে তাদেরকে বিভিন্ন সময় ছোট ছোট কাজ দেওয়া হবে, তা একক বা দলগতভাবে করতে হবে।

বন্ধুখাতা

- শিক্ষার্থীর কাজকে লিপিবদ্ধ করার জন্য শিক্ষার্থীদের নিজের পছন্দমতো করে একটি খাতা বানাতে সহায়তা করবেন। নাম দিতে বলবেন- 'বন্ধুখাতা'। তাদের জানাতে হবে যে এই খাতার মলাটের নকশা থেকে শুরু করে প্রত্যেক পৃষ্ঠা শিক্ষার্থী নিজের পছন্দমতো করে বিন্যাস করতে পারবে।
- এই খাতার প্রতিটি পৃষ্ঠায় শিক্ষার্থী এঁকে, লিখে, পত্র-পত্রিকার অংশ, পাতা, ফুল, সুতা, কাপড়, রঙিন কাগজ, ইত্যাদি যা তার প্রয়োজন বা ভালোলাগার তা আঠা দিয়ে লাগিয়ে সংরক্ষণ করে রাখতে পারবে। সারা বছর তারা যদি কোনো গান বা নাচের চর্চা করে সে সম্পর্কেও তারা লিখে রাখতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের কাছে 'বন্ধুখাতা' ধারাবাহিক ব্যবহারের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরবেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় সেশন শেষে শিক্ষার্থীদের নিচের কাজ দিবেন-

- নিজেদের মনের মত সাজিয়ে, রং করে একটি 'বন্ধুখাতা' বানাবে। খাতাটি শিক্ষার্থী তার ইচ্ছামত সাইজের কাগজ ও রং দিয়ে বানাতে পারে। এটি বানানোর কোন বিশেষ নিয়ম নেই।
- শিক্ষার্থীদের তাদের ভালোলাগার গাছের তালিকা তৈরি করতে বলুন।
- শিক্ষার্থী নিজের মতো করে তার 'বন্ধুখাতায়' তালিকা করার মাধ্যমে তার প্রথম কাজ শেষ হবে।
- এ কাজটি তারা বাড়িতে এবং শ্রেণিতে সুবিধামত করতে পারে।

তৃতীয় ধাপ : শিল্পকলার অন্তর্গত সৃজনশীল শাখায় নিজেকে প্রকাশে সহায়তা করা

সেশন ৩

শিল্পকর্ম উপভোগ (২০-৩০ মিনিট)

- এই সেশনটিতে গাছ সম্পর্কে গভীর অনুভূতি অর্জন করানোর জন্য গাছ সম্পর্কিত কিছু শিল্পকর্ম উপভোগ করাতে হবে যাতে তারা তাদের আগের সেশনে দেখা সেই গাছের সাথে এই অনুভূতির মিল করতে পারে। শিক্ষক অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য দৃশ্যকলা ও উপস্থাপন কলার একাধিক পরিবেশনা শ্রেণিকক্ষে শোনাবেন বা প্রর্দশন করবেন। শিক্ষার্থীদের ও অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করবেন।

- প্রকৃতি ও গাছ/গাছের বিভিন্ন অংশ অবলোকন, পর্যবেক্ষন ও অনুধাবনের অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থী যেন নিজের পছন্দমতো সহজ, সরল, সাবলীল ও স্বাধীনভাবে আঁকা, গড়া, কণ্ঠস্বর, মুখভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি, বলা, লেখা এর যেকোন একটি দিয়ে প্রকাশ করতে শিক্ষক উৎসাহিত করবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে নিজেও এই প্রকাশে অংশগ্রহন করার মাধ্যমে সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন যাতে শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের ভাবনার প্রকাশ ঘটাতে পারে।

শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা (২০-৩০ মিনিট)

- এ পর্যায়ে কেউ যদি গাছ নিয়ে তখনই কিছু উপস্থাপনা করতে পারে তাকে উৎসাহিত করবেন। অথবা শিক্ষক সকলকে নিয়ে আনন্দময় পরিবেশে গাছ নিয়ে কোন পরিবেশনা করতে পারেন। এই সেশন শেষে শিক্ষার্থীদেরকে বলবেন যে, নিজেদের ইচ্ছামত কোন একটি মাধ্যমে তারা পরের সেশনে গাছ নিয়ে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করবে। তিনি দেখবেন যেন শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীই নিজেদের পছন্দমত নিচের যে কোনো অন্তত একটি মাধ্যম বেছে নেয়-

১. গাছ আঁকা/গাছের শুকনো পাতা, ছোট ডালপালা, রঙিন কাগজ কেটে/ছিড়ে তা দিয়ে কোলাজ/নকশা তৈরি করা,
২. বিভিন্ন রকমের গাছের শুকনো পাতা, ফুল, শিকড়, ডালপাল, মাটি, বালিসহ নানা উপকরণ মিলিয়ে মনের মতো বিভিন্ন কিছুর আকৃতি বানানো ,
৩. গাছ নিয়ে গান করা/নেচে অথবা অভিনয় করে দেখানো,
৪. গাছ নিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো লেখা অথবা কোন পছন্দের কবিতা বা ছড়া বলা।

চতুর্থ ধাপ: নিজেদের শিল্পকর্ম উপস্থাপন ও উপভোগে সহায়তা করা

শিখন সময়: ১টি সেশন

সেশন ৪

- শিক্ষক স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীদের নিয়ে তাদের শিল্পকর্ম প্রদর্শন, উপস্থাপন ও উপভোগের ব্যবস্থা করবেন। বিশেষ প্রয়োজনে শিক্ষক যদি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারেন, বা কোন উপস্থাপনা জানেন তবে তা করে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করতে পারেন।
- সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্ম নিয়ে প্রসংশা করবেন এবং উৎসাহ দিবেন।
- শিক্ষার্থীরা তাদের তৈরি বন্ধুখাতা প্রদর্শন করবে।

উপকরণ

- বই, ছবি, গান, নাচ, কবিতা, গল্প ইত্যাদির বিষয় তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন চার্ট, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট বোর্ড, ছবি, মডেল, পাঠ্যবই, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ফ্ল্যাশ-কার্ড, প্রিন্ট সামগ্রীর সহায়তাও নিতে পারেন।

- ছবি,এনিমেশন, কার্টুন, তথ্যচিত্র: গাছের ছবি দেখানোর ক্ষেত্রে স্থানীয় উল্লেখযোগ্য কোন গাছ যদি থেকে থাকে অথবা আমাদের শিল্প, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে বহুল ব্যবহৃত কোন গাছ যেমন- আম, জাম, নারিকেল, পলাশ, শিমুল, বট, অশত্থ, ইত্যাদি গাছের ছবিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

- গান, নাচ, অভিনয়: গাছ ও প্রকৃতি বিষয়ে গানের ক্ষেত্রে শিক্ষক 'ওই মালতী লতা দোলে'- রবীন্দ্র সংগীত, 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে'- রবীন্দ্র সংগীত, 'বন্ধু আজও মনে যে পড়ে আম-কুড়ানো খেলা'- নজরুল গীতি, আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে'-সত্যজিৎ রায়, 'আমি এক পাতার ছবি আঁকি' -জলের গানসহ স্থানীয় লোকগানকে প্রধান্য দিতে পারেন।

- কবিতা ও ছড়া: গাছ ও প্রকৃতি বিষয়ে কবিতা ও ছড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক 'তাল গাছ এক পায় দাঁড়িয়ে'- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তাল গাছ - কাজী নজরুল ইসলাম ,'আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা'- জসীমউদ্দীন ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন।

অভিজ্ঞতাটির মূল্যায়ন

অভিজ্ঞতা শেষে মুল্যায়ন করতে হবে। এই সহায়িকার শেষ অংশে মূল্যায়ন ছক দেওয়া আছে।

মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রাপ্ত মূল্যায়ন তথ্য নিজের কাছে সংরক্ষণ করতে হবে।

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা

৬.১ প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন, অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।

আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা : ৬.৪ ও ৬.৫

শিখন সময়: ৪টি সেশন

অর্জনযোগ্য যোগ্যতা : শীতের প্রকৃতির রূপ অবলোকন ও অনুধাবন করবে এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা নিজের মতো শিল্পকলার যেকোনো শাখায় প্রকাশ করতে আগ্রহী হবে।

বিষয়বস্তু: এই কার্যক্রমে- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে সহজ সরলভাবে কাজের সাথে মিলিয়ে দৃশ্যকলার অর্ন্তগত কার্যক্রম যেমন- ছবি আঁকা, কোলাজচিত্র, নকশা তৈরি, গাছের পাতা, ফুল, শিকড়, ডালপালাকে মাটি, বালিসহ নানা রকমের প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে বিভিন্ন কিছু গড়তে উৎসাহিত করবেন।

এর পাশাপাশি উপস্থাপন কলার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পছন্দের গান গাওয়া, গাছের দুলুনী নিয়ে মজা করে তৈরি করা নাচ অথবা অভিনয়, ইচ্ছেমতো লিখে অথবা কোন পছন্দের কবিতা বা ছড়া বলার বিষয়টি উৎসাহিত করবেন।

শীত প্রকৃতির রূপ শিখন অভিজ্ঞতা চক্র

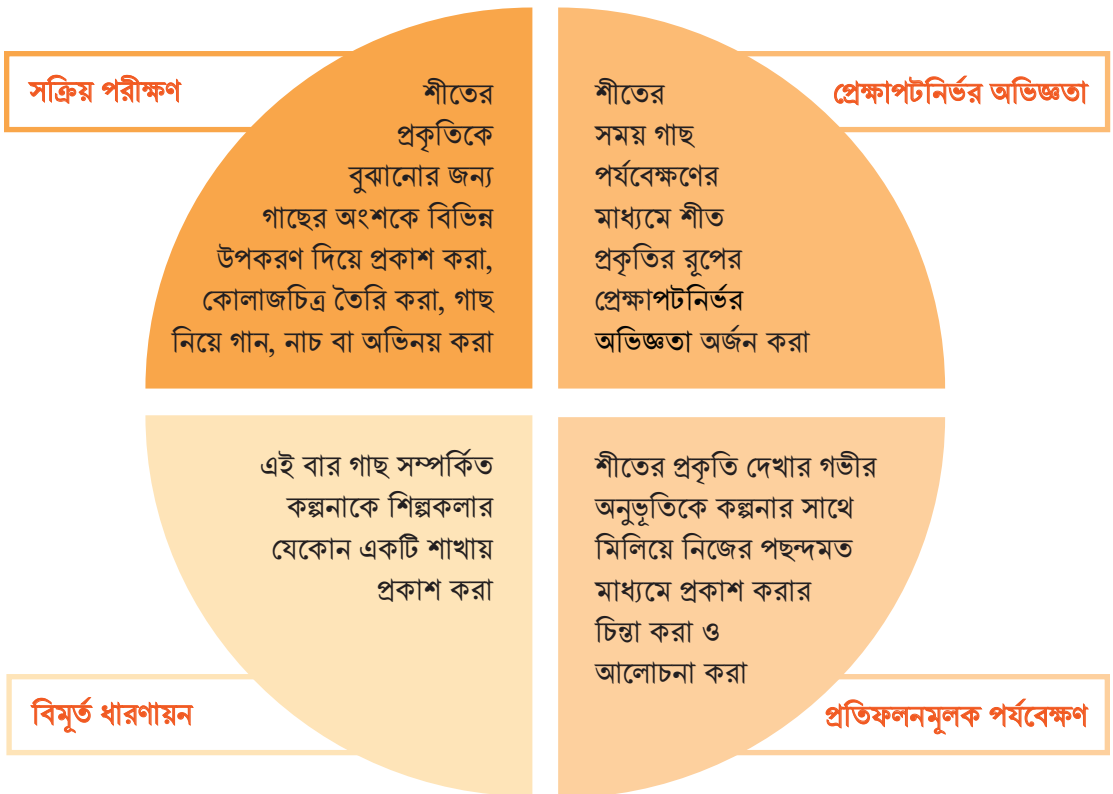

সারসংক্ষেপ: এই শিখন অভিজ্ঞতাতে শিক্ষক শীত ঋতুতে প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য অবলোকন করানোর মধ্যদিয়ে পূর্বের গাছটির শীতের সময়ের অবস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা জানবেন। এই সময় সূর্যের মতো উষ্ণতা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা নিজেদের পাশাপাশি সমাজের অন্যদেরকেও ভালোবাসায় জড়িয়ে রাখতে পারি সে মূল্যবোধকে অনুধাবন করা। শীতের সময় আমাদের দেশের প্রকৃতির ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে অতিথি পাখি এসে ভীড় করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। যাদের ভিন্ন ভিন্ন আকার-আকৃতি, রং, বিভিন্ন রকমের সুর আর ভঙ্গি দেখে আমাদের মন, প্রান জুড়িয়ে যায়। তাই এদের ভালোবাসা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার বিষয়টিও শিক্ষার্থীদের অনুভব করবে‘শীত-প্রকৃতির রূপ’ কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে।

শিখন-শেখানো কার্যক্রম

১ম ধাপ ও ২য় ধাপ: প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা দেওয়া ও এর প্রতিফলন নেওয়া

শিখন সময়: ২টি সেশন

সেশন ১ ও ২

- গাছ সম্পর্কে প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য শিক্ষক দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা বা ভ্রমনের মধ্যদিয়ে আশপাশের গাছটিকে দেখাবেন। অথবা শিক্ষক পূর্বের বহনযোগ্য গাছটি প্রদর্শন ও উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শীতকালের পরিবর্তনের সার্বিক একটি ধারনা প্রদান করবেন।

- শুকনো পাতার উপর দিয়ে হাঁটা বা চলার যে ছন্দময় শব্দ হয় তা অনুভব করতে সহায়তা করবেন। যদি তা সম্ভব না হয় তবে বিকল্প কোন উপায়ে শুকনো পাতার শব্দ অনুভব করাতে পারেন।

- শীত প্রকৃতির রূপ তারা বন্ধু খাতায় সংরক্ষণ করবে।

- আগে দেখা গাছটির অবস্থার সাথে শীতের সময়ের পার্থক্যগুলো নিয়ে একটি নতুন তালিকা তৈরি করে বন্ধুখাতায় সংরক্ষণ করবে।

- শীতের সময় প্রকৃতি ও গাছ/গাছের বিভিন্ন অংশ অবলোকন, পর্যবেক্ষন ও অনুধাবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে শিক্ষার্থী যেন স্বাধীনভাবে আঁকা, গড়া, কন্ঠস্বর, মুখভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি, বলা, লেখা এর যেকোনো একটিতে প্রকাশ করতে পারে সে পরিবেশ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে তৈরি করবেন।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতিটি আলাদা ভাবনাকে প্রকাশ করতে শিক্ষক উৎসাহিত করবেন।শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে নিজেও এই প্রকাশে অংশগ্রহন করার মাধ্যমে সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন যাতে শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের ভাবনার প্রকাশ ঘটাতে পারে।

শীতের প্রকৃতির গাছ সম্পর্কে গভীর অনুভূতি অর্জন করানোর জন্য শীত সম্পর্কিত কিছু শিল্পকর্ম প্রর্দশন বা উপস্থাপন করানো যেতে পারে, তাদের আগের সেশনে দেখা সেই গাছের সাথে এই অনুভূতির মিল করতে পারে। শিক্ষক অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য দৃশ্যকলা ও উপস্থাপন কলার একাধিক পরিবেশনা বা মডেল শ্রেণিকক্ষে প্রর্দশন করতে পারেন।

ধাপ ৩: শিল্পকলার অন্তর্গত সৃজনশীল শাখায় নিজেকে প্রকাশে সহায়তা করা

শিখন সময়: ১টি সেশন

সেশন ৩

- সহপাঠিদের সাথে নিজের ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে পারে সে স্বাধীন পরিবেশ শিক্ষক শ্রোণকক্ষে তৈরি করবেন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতিটি আলাদা ভাবনাকে প্রকাশ করতে শিক্ষক উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে নিজেও এই প্রকাশে অংশগ্রহন করার মাধ্যমে সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন যাতে শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের ভাবনার প্রকাশ ঘটাতে পারে।

ধাপ ৪: নিজেদের শিল্পকর্ম উপস্থাপন ও উপভোগে সহায়তা করা
শিখন সময়: ১টি সেশন

সেশন ৪

শিক্ষক স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীদের নিয়ে তাদের শিল্পকর্ম প্রদর্শন, পরিবেশন ও উপভোগের ব্যবস্থা করবেন। সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্ম নিয়ে প্রসংশা করবেন এবং উৎসাহ দিবেন।

এই ধাপ শেষে তিনি দেখবেন শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীই নিজেদের পছন্দমত নিচের কাজগুলোর কোনো একটি অন্তত করতে পেরেছে কি-না-

১. গাছটি ড্রইং করে/গাছটি সম্পর্কে লিখে/গাছের শুকনো পাতা, ছোট ডালপালা, রঙিন কাগজ কেটে/ছিড়ে তা দিয়ে কোলাজ তৈরি করে বন্ধুখাতায় আঠা দিয়ে লাগিয়েছে এবং বিভিন্ন কিছুর আকৃতিও বানিয়েছে

৩.শীত নিয়ে তার পছন্দের গানটি গেয়েছে। কেউ কেউ শীতের অনুভূতি,শীতের গাছ, শীতের পাখি,শীতের প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়কে নিয়ে নেচে অথবা অভিনয় করে দেখিয়েছে। কেউবা আবার শীত নিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো লিখে অথবা কোন পছন্দের কবিতা বা ছড়া বলেছে।

উপকরন:

- বই, ছবি, গান, নাচ, কবিতা, গল্প ব্যবহার করতে পারেন। এসব বিষয় উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন চার্ট, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট বোর্ড, ছবি, মডেল, পাঠ্যবই, স্লাইড প্রজেক্টর, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ফ্ল্যাশ-কার্ড, প্রিন্ট সামগ্রীর সহায়তাও নিতে পারেন।

- ছবি,এনিমেশন, কার্টুন, তথ্যচিত্র: শীতের প্রকৃতির ছবি, গান, নাচ, অভিনয়, ইত্যাদি বিষয়ে এনিমেশন, কার্টুন, তথ্যচিত্র দেখাতে পারেন।

- গান, নাচ, অভিনয়: শীতের প্রকৃতি ও গাছ বিষয়ে গানের ক্ষেত্রে শিক্ষক ‘শীতের হাওয়ার লাগলো নাচন’- রবীন্দ্র সংগীত,‘এলো যে শীতেরও বেলা’- রবীন্দ্র সংগীত, ‘পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে’,- রবীন্দ্র সংগীত, ‘নতুন খেঁজুরের রস এনেছি মেটে কলস ভরে’- কাজী নজরুল ইসলাম, ইত্যাদিসহ স্থানীয় লোকগানকে প্রধান্য দিতে পারেন।

- কবিতা ও ছড়া: শীতের প্রকৃতি ও গাছ বিষয়ে কবিতা বা ছড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক- ‘পৌষ মেলা’- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘শীতের বিদায়’-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘পৌষ’,- কাজী নজরুল ইসলাম ইত্যাদিসহ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কবিতা বা ছড়াকে প্রাধান্য দিতে পারেন।

অভিজ্ঞতাটির মূল্যায়ন

অভিজ্ঞতা শেষে মুল্যায়ন করতে হবে। এই সহায়িকার শেষ অংশে মূল্যায়ন ছক দেওয়া আছে।

মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রাপ্ত মূল্যায়ন তথ্য নিজের কাছে সংরক্ষণ করতে হবে।

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা

৬.২ পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ দেখে, শুনে রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।

আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা : ৬.৪, ৬.৫

শিখন সময় : ৪টি সেশন

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ হিসেবে ভাষা আন্দোলন ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রেক্ষাপট দেখে, শুনে বা পড়ে অনুভব ও অনুধাবন করা এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা ও কল্পনা মিশ্রিত ভাবনাকে শিল্পকলার যেকোনো শাখায় প্রকাশ করতে আগ্রহী হবে।

বিষয়বস্তু : এই কার্যক্রমে- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে সহজ সরলভাবে কাজের সাথে মিলিয়ে দৃশ্যকলার অর্ন্তগত কার্যক্রম যেমন- ছবি আঁকা, কোলাজচিত্র, নকশা তৈরির জন্য নানা রকমের প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে বিভিন্ন কিছু গড়তে উৎসাহিত করবেন।

এর পাশাপাশি উপস্থাপন কলার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রভাত ফেরীর গান চর্চা করবে। আশেপাশের সহজলভ্য ফুল, লতা, পাতা ও ইচ্ছেমত অন্যান্য উপকরন ব্যবহার করে তোড়া বানাবে। ভাষার কবিতা, ছড়া বলা, নাট্যাভিনয়ে উৎসাহিত করবেন।

পলাশের রঙে রাঙানো ভাষা শিখন অভিজ্ঞতা চক্র

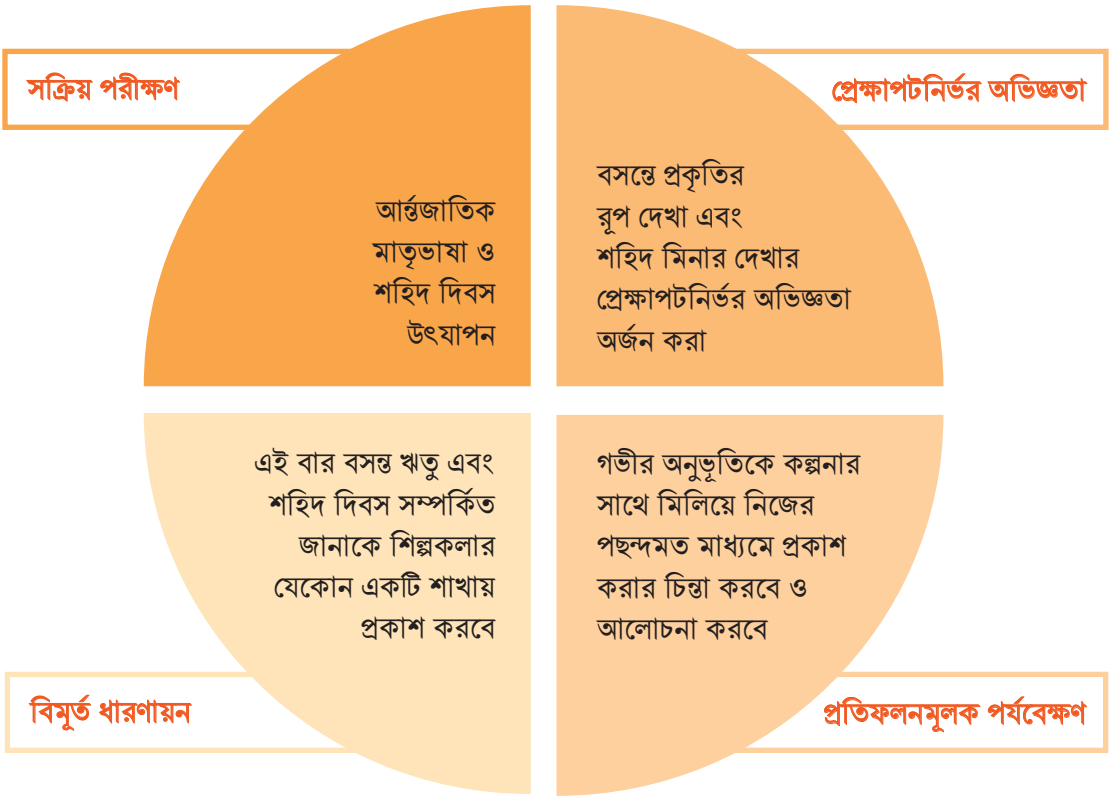

সারসংক্ষেপ: বসন্ত ঋতুতে প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য অবলোকনের মধ্যদিয়ে পূর্বের অভিজ্ঞতায় দেখা গাছটির বসন্ত সময়ের অবস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা অর্জন করা। এই সাথে আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও 'আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর সম্মান পাওয়ার মূল্য অনুধাবন করা। নিজেদের তৈরি ফুলের তোড়ায় ভাষা শহিদদের সম্মান জানানো। দেশের সকল জাতিসত্তার মানুষের ভাষাসহ পৃথিবীর সকল ভাষার প্রতি সম্মান জানাতে উদ্বুদ্ধ করা এই পাঠের উদ্দেশ্য।

শিখন-শেখানো কার্যক্রম

১ম ধাপ ও ২য় ধাপ: প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা দেওয়া ও এর প্রতিফলন নেওয়া

শিখন সময় : ৪টি সেশন

সেশন ১

- বিদ্যালয় প্রাঙ্গনের/এলাকার শহিদ মিনারটি পরিদর্শন অথবা অন্য সুবিধাজনক মাধ্যমে দেখাবেন। শহিদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মহান ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের থেকে ধারণা নিতে এবং অন্য কোনো মাধ্যমে ধারণা নিতে বলুন।

- বসন্ত ঋতু সম্পর্কে প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য শিক্ষক আগের পর্বের গাছটির বসন্ত সময়ের অবস্থা তুলে ধরার জন্য পুনরায় দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা বা ভ্রমণের মধ্যদিয়ে বিদ্যালয়ের আশপাশের সে পূর্বের গাছটিকে দেখাবেন। অথবা শিক্ষক পূর্বের বহন যোগ্য গাছটি বা গাছের ডালপালাসহ অংশবিশেষ শিক্ষার্থীদের সামনে প্রদর্শন ও উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বসন্তের পরিবর্তনের সার্বিক একটি ধারণা প্রদান করবেন।

- ভ্রমণ শেষে শিক্ষার্থীদের দলে কাজ দিন। বসন্ত ঋতু সম্পর্কে যে ধারণা পেয়েছে তা দলে আলোচনা করে লিখবে এবং উপস্থাপন করবে।

- এছাড়া, তারা গাছটির মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করলে তা বন্ধু খাতায় লিখে রাখবে।

ধাপ ৩: শিল্পকলার অন্তর্গত সৃজনশীল শাখায় নিজেকে প্রকাশে সহায়তা করা

সেশন ২ ও ৩

শিক্ষার্থীদেরকে আগের মতো দলে রেখেই শহিদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের প্রস্তুতি নিতে বলবেন। পাঠ্যবইতে যেভাবে কাজ করতে বলা হয়েছে তা জেনে তার পরিকল্পনা করতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা দিন।

- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পরিকল্পনাগুলো শুনবেন এবং এবং পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করতে বলবেন। মাঝে মাঝে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিবেন।

- শিক্ষার্থীরা ভাষার গানটির কথা লিখবে। গানটি চর্চা করবে। গানটি রপ্ত করতে নিজে সহায়তা দিন অথবা অন্য কারো সহায়তা নিন

এই ধাপ শেষে দেখবেন শিক্ষার্থীরা নিচের কাজগুলো করতে পেরেছে কি না-

১. দলবেধে এলাকা/বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের শহীদ মিনারে গিয়েছে বা অন্য কোনো মাধ্যমে দেখেছে।
২. আগের ঋতুতে দেখা তাদের গাছটির বসন্তের রূপ দেখে, গাছের পরিবর্তনগুলো চিহ্নিত করে বন্ধুখাতায় সংরক্ষণ করেছে।
৩. বসন্ত প্রকৃতির রূপ তারা বন্ধু খাতায় সংরক্ষণ করেছে।
৪. পাতা ফুল সংগ্রহ করে দলবদ্ধভাবে একটি ফুলের তোড়া বানানোর পরিকল্পনা তৈরি করেছে

৫. শহীদ দিবস উদযাপনের জন্য প্রভাতফেরির গান/নাট্যদৃশ্য/পোষাক-পরিচ্ছদসহ সকল পরিকল্পনা বন্ধুখাতায় লিপিবদ্ধ করেছে।

ধাপ ৪: নিজেদের শিল্পকর্ম উপস্থাপন ও উপভোগে সহায়তা করা

সেশন ৪

শহীদ দিসব ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন পর্যন্ত সেশন-৯০ মিনিট (২ সেশন)

- নির্ধারিত দিনে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পনের মাধ্যমে শহিদ দিবস এবং আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনে সহায়তা করবেন।

- আঁকা, গড়া, কন্ঠস্বর, মুখভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি, বলা, লেখা ইত্যাদি যেকোনো একটি মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীদের তাদের শিল্পকর্ম প্রদর্শন, উপস্থাপন ও উপভোগের ব্যবস্থা করবেন। বিশেষ প্রয়োজনে শিক্ষক যদি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারেন, বা কোন উপস্থাপনা জানেন তবে তা করে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করতে পারেন।

এই ধাপ শেষে তিনি দেখবেন শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীরা নিচের কাজগুলো করতে পেরেছে কি-না

১. পরিকল্পনা অনুসারে সবাই মিলে জোগাড় করা ফুল আর পাতা দিয়ে ফুলের তোড়া তৈরির করে তাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য রং, রঙিন কাগজসহ বিভিন্ন রকমের উপকরণ ব্যবহার করেছে।
২. প্রভাতফেরির গান “আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’ গেয়ে খালি পায়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের শহিদ মিনারে নিজেদের তৈরি করা ফুলের তোড়া দিয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি সম্মান জানিয়েছে।
৩. দলে কাজ করে শহিদ দিবসকে উপলক্ষ্য করে গান/নাট্যদৃশ্য/কবিতা/ছড়া/পোষাক-পরিচ্ছদসহ সকল বিষয়কে সৃজনশীল ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে।

অভিজ্ঞতাটির মূল্যায়ন

অভিজ্ঞতা শেষে মুল্যায়ন করতে হবে। এই সহায়িকার শেষ অংশে মূল্যায়ন ছক দেওয়া আছে।

মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রাপ্ত মূল্যায়ন তথ্য নিজের কাছে সংরক্ষণ করতে হবে।

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা

৬.২ পারিবারিক,সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ দেখে, শুনে রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া ।

আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা : ৬.৪ এবং ৬.৫

শিখন সময়: ৫টি সেশন

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট দেখে, শুনে বা পড়ে অনুভব, অনুধাবন করা এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা ও কল্পনা মিশ্রিত ভাবনাকে শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবে।

বিষয়বস্তু: স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরতে ছবি আঁকা, কোলাজচিত্র, নকশা তৈরি করা। নানা রকমের প্রাকৃতিক উপকরন দিয়ে স্মৃতি সৌধের প্রতিকৃতি গড়া।

স্বাধীনতার গান, নাচ, নিজেদের করা ছোট্ট নাটিক, কবিতা বা ছড়ার বিষয়টি উৎসাহিত করবেন।

স্বাধীনতা তুমি শিখন অভিজ্ঞতা চক্র

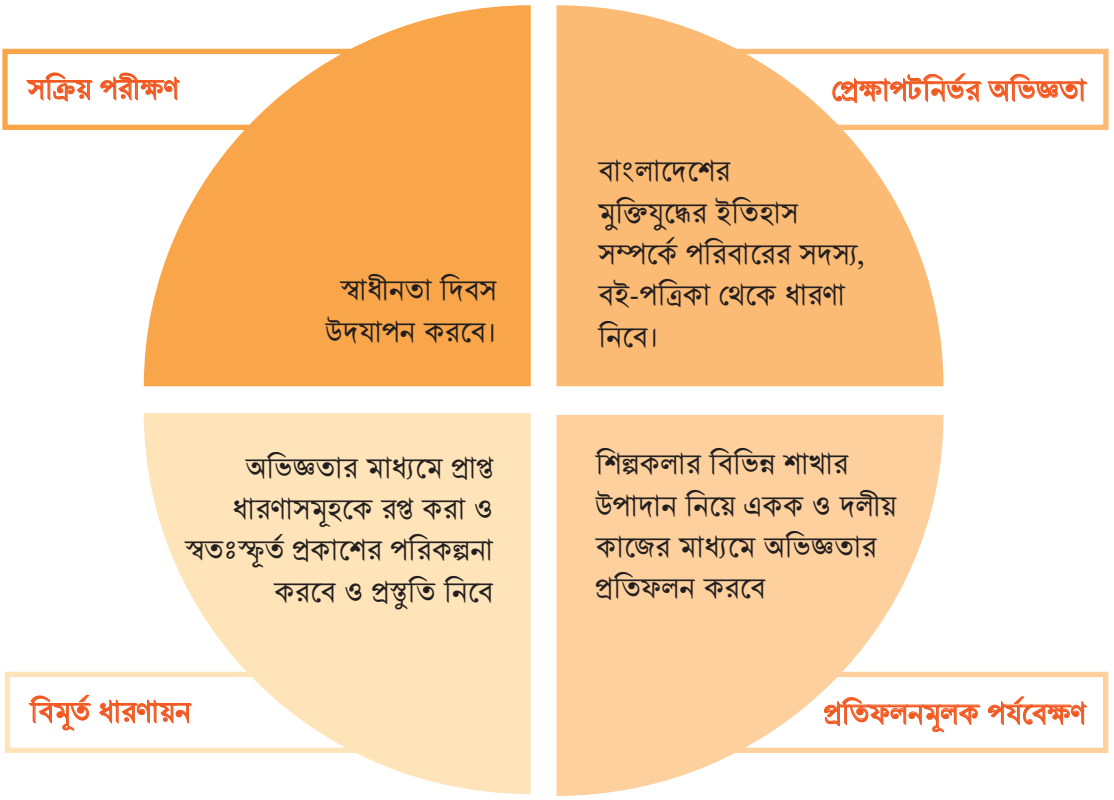

সারসংক্ষেপ : মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস শিক্ষার্থীদেরকে জানিয়ে তাদেরকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করাই এই শিখন অভিজ্ঞতার মূল বিষয়। এর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের নিজের এলাকার মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানার সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা। দলীয় কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের মধ্যকার সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ককে দৃঢ় করা। সর্বোপরি 'স্বাধীনতা দিবস' ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান ও ভালোলাগা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল শিল্পকর্মের মধ্যদিয়ে প্রকাশে তাদেরকে সহযোগিতা করা।

শিখন-শেখানো কার্যক্রম

১ম ধাপ ও ২য় ধাপ: প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা দেওয়া ও এর প্রতিফলন নেওয়া:

সেশন ১ ও ২

- প্রথম সেশনে, জাতীয় স্মৃতিসৌধের ছবি দেখানোর মাধ্যমে তার সাতটি অংশের সাথে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাতটি ধাপের ইতিহাস সম্পর্কে ধারনা দিবেন। এক্ষেত্রে পাঠ্য বইয়ের উল্লেখিত বিষয়ের সহায়তা নিবেন।

- তারপর মুক্তিযুদ্ধে ১১টি সেক্টর সম্পর্কে ধারনা দেয়ার জন্য বাংলাদেশের মানচিত্র দেখাবেন সাথে নিজ এলাকাটি মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন সেক্টরের অধীনে ছিল তা চিহ্নিত করতে সহায়তা করবেন।

- এরপর শ্রেণীর সব শিক্ষার্থীদের ১১ টি দলে ভাগ করে দিয়ে সেক্টরের নামানুসারে দলের নামকরণ করবেন। তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজ এলাকার ইতিহাসসহ সারা দেশের ইতিহাস, স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধা, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি অথবা বই, পত্রিকা থেকে জানার বিষয়ে সহায়তা করবেন।

- এর জন্য তাদেরকে পাঠ্যবইতে যেভাবে কাজ করতে বলা হয়েছে তা জেনে তার পরিকল্পনা করতে বলবেন। পরিকল্পনায় কী সংগ্রহ করবে, কার কাছ থেকে সংগ্রহ করবে, কীভাবে করবে তা সব লিপিবদ্ধ করতে বলবেন। সময় নির্ধারন করতে পরামর্শ দিবেন।পরের সেশনে তিনি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পরিকল্পনাগুলো শুনবেন এবং এবং পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করতে বলবেন। মাঝে মাঝে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিবেন।

এই ধাপ শেষে তিনি দেখবেন শিক্ষার্থীরা নিচের কাজগুলো করতে পেরেছে কি-না

১. প্রত্যেকটি দল নিজেদের মতো করে আশেপাশের বেঁচে থাকা মুক্তিযোদ্ধা/তাদের পরিবারের সদস্য/নিজের পরিবার/এলাকার বয়স্কদের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার চেষ্টা করেছে কি-না। বিদ্যালয়ের লাইব্রেরি অথবা অন্য কোনো উৎস থেকে মুক্তিযুদ্ধের বই, পত্রিকা সংগ্রহ করেও জানার চেষ্টা করেছে কি-না। এ সাক্ষাৎকার/তথ্য কোন উপায়ে ধারণ করে বা লিখে সংরক্ষণ করেছে।

২. মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত তথ্য উপাত্তগুলো নিয়ে প্রত্যেকটি দল তালিকা তৈরি করে বন্ধুখাতায় জমা করেছে।

৩. ১১টা দল নিজেদের সংগ্রহ করা তথ্যের সাথে ছবি আঁকা, গড়া, নাচ, গান, অভিনয়, আবৃত্তি, লিখা ইত্যাদির সাথে মিলিয়ে প্রকাশের পরিকল্পনা করেছে।

শিখন-শেখানো ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সাথে নিবিড় অনুভূতিকে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরতে হবে। যদি বুঝতে পারেন যে শিক্ষার্থীরা কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে পারে নাই তখন তা তাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন। এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের নির্দেশনা পরের ধাপে দেওয়া আছে।

ধাপ ৩ : শিল্পকলার অন্তর্গত সৃজনশীল শাখায় নিজেকে প্রকাশে সহায়তা করা

সেশন : ৩ ও ৪

প্রথম ৩টি সেশন (স্বাধীনতা দিবস উদযাপন পর্যন্ত)

- শিক্ষার্থীরা 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করার যে পরিকল্পনা করেছে তা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করতে বলবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সংবেদনশীল এবং স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে দলে সকলে মিলে কাজ করতে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে নিজেও অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন যাতে শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের ভাবনার প্রকাশ ঘটাতে পারে।

ধাপ ৪ নিজেদের শিল্পকর্ম উপস্থাপন ও উপভোগে সহায়তা করা

সেশন ৫

- শিক্ষক স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীদের নিয়ে তাদের শিল্পকর্ম প্রদর্শন, উপস্থাপন ও উপভোগের ব্যবস্থা করবেন। বিশেষ প্রয়োজনে শিক্ষক যদি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারেন, বা কোন উপস্থাপনা জানেন তবে তা করে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করতে পারেন।
- নির্ধারিত দিনে 'স্বাধীনতা দিবস' পালনে সহায়তা করবেন। সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্ম নিয়ে প্রসংশা করবেন এবং উৎসাহ দিবেন।

এই ধাপ শেষে তিনি দেখবেন শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীরা নিচের কাজগুলো করতে পেরেছে কি-না

১. প্রত্যেকটি দল মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা দিবসের ইতিহাস সম্পর্কে নিজেদের চিন্তামতো ছবি এঁকে তাতে মনের মতো রং করতে পেরেছে বা বিভিন্ন রঙের কাগজ, পত্রিকা, ছবি কেটে আঠা দিয়ে কাগজে লাগিয়ে পছন্দমতো কোলাজচিত্র তৈরি করেছে।

২. কোন কোন শিক্ষার্থী স্বাধীনতার গান, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কিত নিজেদের তৈরি করা নাটিকা, নাচ, কবিতা, ছড়া বা গল্প লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।

৩. কোন কোন দল মাটি, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে জাতীয় স্মৃতিসৌধের কাঠামো/স্বাধীনতা দিবসের সাথে সম্পর্কিত অন্য যেকোন কিছু গড়ে উপস্থাপন করেছে।

উপকরন সম্পর্কে নির্দেশনা

- মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সার্বিক অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য শিক্ষক বই, ছবি, গান, নাচ, কবিতা, গল্প,নাটক, সিনেমা ইত্যাদি সুবিধামত তুলে ধরার চেষ্টা করবেন। প্রয়োজনমত বিভিন্ন চার্ট, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট বোর্ড, ছবি, মডেল, পাঠ্যবই, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ফ্ল্যাশ-কার্ড, প্রিন্ট সামগ্রীর সহায়তাও নিতে পারেন।

- ছবি,এনিমেশন, কার্টুন, তথ্যচিত্র: মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার বিষয়ে ছবি দেখানোর ক্ষেত্রে স্থানীয় উল্লেখযোগ্য কোন স্থাপনা যদি থেকে থাকে অথবা আমাদের ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্যে সংস্কৃতিতে, বহুল ব্যবহৃত মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার বিষয়ের ছবি, জাতীয় স্মৃতিসৌধের ছবি, মানচিত্রের ছবি, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সংগ্রামের বিভিন্ন স্থাপনার ছবি, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছবি,এনিমেশন, কার্টুন, তথ্যচিত্র ইত্যাদি দেখাতে পারেন।

- গান, নাচ, অভিনয়: ‘জয় বাংলা, বাংলার জয়’-গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সুরকার আনোয়ার পারভেজ, মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি ’- গানটির গীতিকার গোবিন্দ হালদার সুরকার আপেল মাহমুদ, ‘ কারার ঐ লৌহকপাট ’- কাজী নজরুল ইসলাম ,‘ছোটদের বড়দের সকলের’ - গানটির কথা ও সুর খাদেমুল ইসলাম বসুনিয়া, ‘তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে’- গানটির কথা ও সুরারোপ করেন আপেল মাহমুদ ইত্যাদিসহ স্থানীয় লোক গানকে প্রধান্য দিতে পারেন।

- কবিতা ও ছড়া: মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা দিবসের কবিতা বা ছড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক- ‘স্বাধীনতা তুমি’ -শামসুর রাহমান’ ‘স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো’ -নির্মলেন্দু গুণ, ইত্যাদিসহ মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা দিবসের কবিতা বা ছড়ার ও স্থানীয় লোক কবিতাকে প্রধান্য দিতে পারেন।

অভিজ্ঞতাটির মূল্যায়ন

অভিজ্ঞতা শেষে মুল্যায়ন করতে হবে। এই সহায়িকার শেষ অংশে মূল্যায়ন ছক দেওয়া আছে।

মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রাপ্ত মূল্যায়ন তথ্য নিজের কাছে সংরক্ষণ করতে হবে।

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা

৬.৩ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার সৃজনশীল কার্যক্রমে আগ্রহ নিয়ে অংশগ্রহণ, লোকজ, দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা করে যেকোনো একটি শাখায় নিজের আগ্রহ, উৎসাহ, দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা, এবং শ্রোতা/দর্শক হিসেবে তার রস/স্বাদ/আনন্দ আস্বাদন/উপভোগ করতে পারা

৬.১ প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন, অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।

আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা : ৬.৪, ৬.৫

শিখন সময় : ৫টি সেশন

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : বিভিন্ন লোকজ (স্থানীয়/নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি) ও দেশীয় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও তা চর্চা করতে পারবে। প্রকৃতি ও পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ চিনতে পেরে শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবে।

বিষয়বস্তু : শিক্ষার্থীদেরকে সহজ সরলভাবে কাজের সাথে মিলিয়ে দৃশ্যকলার অর্ন্তগত কার্যক্রম যেমন- ছবি আঁকা, মুখোশ,কোলাজ,নকশা তৈরি করতে ও নানা রকমের প্রাকৃতিক উপকরন দিয়ে বিভিন্ন কিছু গড়তে উৎসাহিত করবেন।
নববর্ষের গান, নাচ, নিজেদের করা নাটিকা, কবিতা বা ছড়ার বিষয়টি উৎসাহিত করবেন।

নব আনন্দে জাগো শিখন অভিজ্ঞতা চক্র

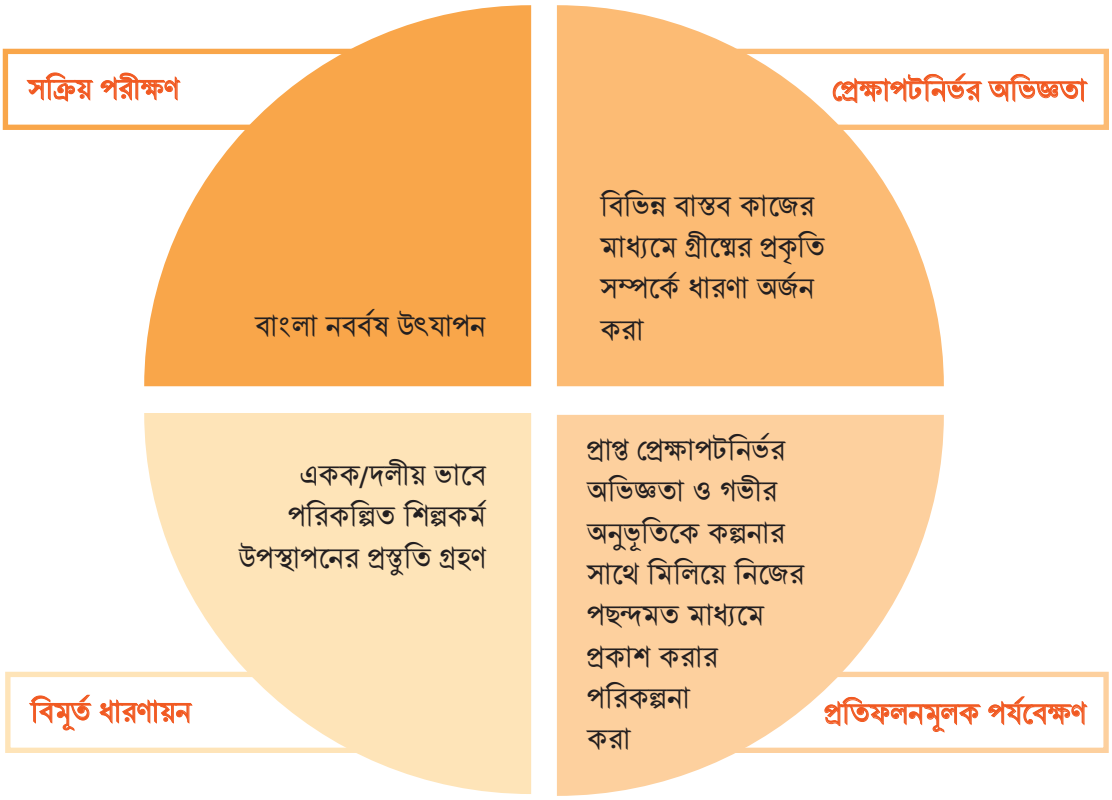

সারসংক্ষেপ : শিক্ষক বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণকে উপজীব্য করে শিক্ষার্থীদের পূর্বের অভিজ্ঞতার সাথে স্থানীয় লোকশিল্প ও সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করবেন। পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে স্থানীয়ভাবে কী কী আচার, অনুষ্ঠান, খাবার, দাবারের আয়োজন হয় সে সম্পর্কে জানতে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করবেন, সহযোগিতা করবেন। বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী/সম্প্রদায়ের বর্ষ বিদায়-বরণের লোকাচার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও তা বন্ধুখাতায় সংরক্ষণ করতে সহায়তা করবেন। পুরানোকে বিদায় দিয়ে নতুনকে সুন্দর,সাবলীলভাবে গ্রহণ এবং উদযাপন করার বিষয়টি উপলব্ধি করতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।
এর পাশাপাশি এই সময় গ্রীষ্মের ঋতুতে প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ তৈরি করে দিবেন। সর্বোপরি বর্ষবরণকে কেন্দ্র করে শ্রেনিকক্ষে ‘হৃদোৎসব’ আয়োজন সফল করায় সহায়তা করবেন।

শিখন-শেখানো কার্যক্রম

১ম ধাপ ও ২য় ধাপ: প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা দেওয়া ও এর প্রতিফলন নেওয়া:

সেশন ১ ও ২

- বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তা,নৃগোষ্ঠী আর সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ উৎসব পালন করে থাকে, শিক্ষক এই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন। এক্ষেত্রে পাঠ্য বইয়ের উল্লেখিত বিষয়ের সহায়তা নিবেন।

- শ্রেণির সব শিক্ষাথীদের কয়েকটি দলে সমানভাবে ভাগ করে দিবেন। তাদেরকে জানাবেন যে গ্রীষ্মের উষ্ণতা আর বৈশাখী উৎসব এই দুটিকে মিলিয়ে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে আয়োজন করবে 'হৃদোৎসব'।

- প্রথম ধাপের অবলোকন, পর্যবেক্ষন ও অনুধাবনের অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থী যেন নিজের পছন্দমতো সহজ, সরল, সাবলীল ও স্বাধীনভাবে আঁকা, গড়া, কন্ঠস্বর, মুখভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি, বলা, লেখা এর যেকোন একটি দিয়ে প্রকাশ করতে পারে এবং সহপাঠিদের সাথে নিজের ভবনা নিয়ে আলোচনা করতে পারে সে স্বাধীন পরিবেশ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে তৈরি করবেন। এই ধাপে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতিটি আলাদা ভাবনাকে শিক্ষক উৎসাহিত করবেন।

- পরের সেশনে তিনি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পরিকল্পনাগুলো শুনবেন এবং এবং পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করতে বলবেন। মাঝে মাঝে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিবেন।

এই ধাপ শেষে তিনি দেখবেন শিক্ষার্থীরা নিচের কাজগুলো করতে পেরেছে কি-না

১. পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে স্থানীয়ভাবে কী কী আচার, অনুষ্ঠান, খাবার, দাবারের আয়োজন হয় তার একটি তালিকা তৈরি করে বন্ধুখাতায় সংরক্ষণ করা আছে কি-না,

২. এলাকায় বসবাসরত বিভিন্ন জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের বয়োজ্যেষ্ঠজনসহ লোকশিল্পীদের সাথে কথোপকথন ধারণ করেছে বা লিখে রেখেছে কি-না,

৩. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ অনুষ্ঠান, জাতীয় আয়োজন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তার তালিকা বন্ধুখাতায় সংরক্ষণ করা আছে কি-না

৪. গ্রীষ্ম প্রকৃতির রূপ তারা বন্ধু খাতায় সংরক্ষণ করেছে কি-না।

ধাপ ৩ ও ৪: শিল্পকলার অন্তর্গত সৃজনশীল শাখায় নিজেকে প্রকাশে সহায়তা করা এবং নিজেদের শিল্পকর্ম উপস্থাপন ও উপভোগে সহায়তা করা

সেশন ৩, ও ৪

- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পরিকল্পনাগুলো শুনবেন এবং এবং পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করতে বলবেন। মাঝে মাঝে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিবেন।

- শিক্ষার্থীরা 'হৃদোৎসব' আয়োজন করার যে পরিকল্পনা করেছে তা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করতে বলবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সংবেদনশীল এবং স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে দলে

সকলে মিলে কাজ করতে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীদের চর্চায় সহায়তা করবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে নিজেও অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন যাতে শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের ভাবনার প্রকাশ ঘটাতে পারে।

- শিক্ষক স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীদের নিয়ে তাদের শিল্পকর্ম প্রদর্শন, উপস্থাপন ও উপভোগের ব্যবস্থা করবেন। বিশেষ প্রয়োজনে শিক্ষক যদি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারেন, বা কোন উপস্থাপনা জানেন তবে তা করে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করতে পারেন।

- নির্ধারিত দিনে 'হৃদোৎসব'-বর্ষ বিদায় ও বর্ষবরণের আয়োজন করতে সহায়তা করবেন। সবশেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্ম নিয়ে প্রসংশা করবেন এবং উৎসাহ দিবেন।

এই ধাপ শেষে তিনি দেখবেন শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীরা নিচের কাজগুলো করতে পেরেছে কি-না

১.বর্ষ বিদায় ও বর্ষবরণের আয়োজনে শ্রেণিকক্ষ সাজিয়েছে কি-না,

২.'হৃদোৎসব'-বর্ষ বিদায় ও বর্ষবরণের আয়োজনে সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে কি-না, প্রকাশ করেছে কি-না, উপভোগ করেছে কি-না।

'হৃদোৎসব' আয়োজন পরবর্তী সেশন

সেশন ৫

শিক্ষক এর পরের দুইটি সপ্তাহে, গ্রীষ্মকাল, বর্ষ-বিদায়, বর্ষবরণ, লোকশিল্প ও সংস্কৃতির যেকোন বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পছন্দের মাধ্যম যেমন-আঁকা, গড়া, কণ্ঠশীলন, মুখভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি, বলা, লেখা এর যেকোনো একটি প্রকাশ করতে উৎসাহিত করবেন। চর্চা করতে বলবেন।

অভিজ্ঞতাটির মূল্যায়ন

অভিজ্ঞতা শেষে মুল্যায়ন করতে হবে। এই সহায়িকার শেষ অংশে মূল্যায়ন ছক দেওয়া আছে।

মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রাপ্ত মূল্যায়ন তথ্য নিজের কাছে সংরক্ষণ করতে হবে।

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা

৬.২ পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ দেখে, শুনে রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।

আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা : ৬.১, ৬.৪,৬.৫

শিখন সময় : ৬টি সেশন

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : পারিবারিক ও সামাজিক ঘটনাপ্রবাহ দেখে, শুনে রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে পারবে।

বিষয়বস্তু

- দৃশ্যকলা—রেখা, আকার ও আকৃতি
- উপস্থাপন কলা—স্বর ও চলন

আত্মার আত্মীয় শিখন অভিজ্ঞতা চক্র

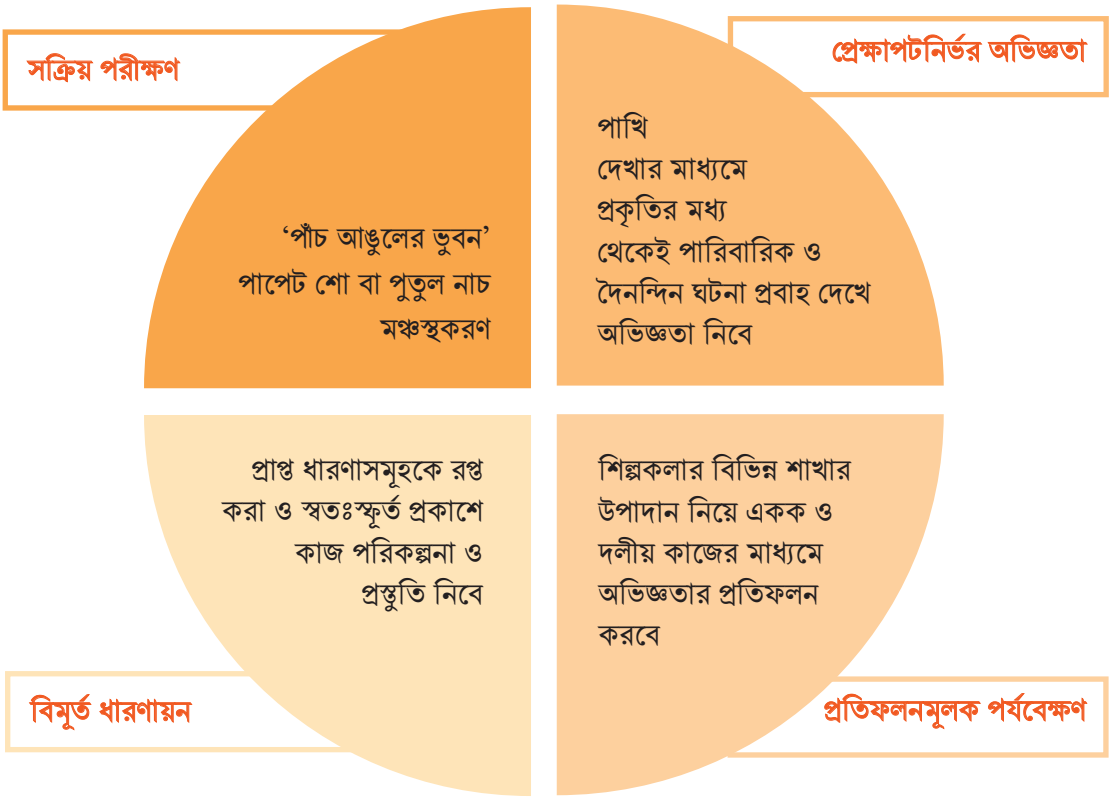

সারসংক্ষেপ : পারিবারিক বন্ধন অটুট রেখে, সামাজিক দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করে তোলার উদ্দেশ্যে এই পাঠ। প্রকৃতি থেকে বিশেষ করে পাখিদের জীবনাচার থেকেও মানুষের অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। পাখপাখালির জীবন যাপন দেখে; তাদের একসঙ্গে মিলেমিশে থাকা, পারস্পরিক সহমর্মিতা, নান্দনিকতা উপলব্ধি করতে পারা। পাশাপাশি আত্মার আত্মীয়কে চিনতে পারা, জানতে পারা, বুঝতে পারা। আমাদের পরিবারের সদস্যরা যেমন পরস্পরের আত্মার আত্মীয় তেমনি শিল্পকলার বিভিন্ন শাখাগুলো ও যেন পরস্পরের আত্মার আত্মীয়। এই উপলব্ধি থেকে শিল্পকলার চর্চা করা।

শিখন-শেখানো কার্যক্রম

ধাপ ১ ও ২ : প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা দেওয়া এবং প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন নেওয়া

সেশন ১

প্রথম সেশনে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রকার পাখির সাথে পরিচয় করিয়ে দিবেন এবং পাখিদের ভিন্ন ভিন্ন ডাক, ওড়াউড়ি, গাছের ডালে বা অন্য কোথাও বানানো তাদের বাসা—এগুলোর যতটা সম্ভব প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। কাজটি শ্রেণির বাইরে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে করার চেষ্টা করবেন।

- যদি প্রকৃতিতে গিয়ে দেখানো সম্ভব না হয় তাহলে বাবুই পাখির বাসার ছবি, ফটোগ্রাফ, অডিও বা ভিডিও'র সাহায্যে দেখাবেন। সাথে অন্যান্য পাখি, পাখির বাসা, তাদের বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো ইত্যাদি নানা বিষয় শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন।

- পাঠের শুরুতে প্রদত্ত রজনীকান্ত সেন-এর 'স্বাধীনতার সুখ' কবিতাটি শিক্ষক নিজে অথবা শিক্ষার্থীদের দিয়ে আবৃত্তি করাতে পারেন।

- এছাড়াও পাখি সম্বন্ধীয় নানা অভিজ্ঞতা, গল্প, কবিতা ও ছড়া শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা চাইলে ক্লাসে পরিবেশন করতে পারেন।

- প্রকৃতিতে কিংবা অডিও-ভিজ্যুয়াল বা মাল্টি মিডিয়ার সাহায্যে শিক্ষার্থীদের কাছে পাখি ও তাদের জীবন যাপনের নানা দিক তুলে ধরার সময়ে, শিক্ষার্থীরা যেন তাদের বন্ধুখাতায় বিভিন্ন নোট লিখে রাখে।

এবার পাখি সম্বন্ধীয় প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতাকে শিক্ষার্থীরা যেন তাদের নিজ নিজ বাসা ও পরিবারের সাথে মিলিয়ে দেখতে পারে তার আলোকে কিছু উদাহরণ শিক্ষক ক্লাসে আলোচনা করবেন। এবং নিচের কাজ করতে বলবেন-

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ পরিবার ও তার সদস্যদের বিভিন্ন অবদান এবং কোনো একজন সদস্যের অনুপস্থিতিতে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে এসব বিষয় নিয়ে ভাববে, বন্ধুখাতায় লিখে রাখবে। পরবর্তী সময়ে তাদের ভাবনাগুলো সহপাঠীদের সাথে শেয়ার করবে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হিসেবে যেটি তুলে ধরবেন তা হলো—আত্মার আত্মীয় বলতে শুধু পরিবারের সদস্যদেরই বোঝানো হয়নি বরং বাড়িতে পোষা প্রাণী, গাছপালা, খুব প্রিয় কোনো বস্তু বা কাজ এরাও মূলত আত্মার আত্মীয় হিসেবে পরিগণিত হবে।

এই ধাপে শিক্ষক দেখবেন, শিক্ষার্থীরা নিচের কাজগুলো করতে পেরেছে কি না

- পাখি পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা, ভাবনা বন্ধুখাতায় লিখে বা এঁকে রেখেছে।

- নিজ নিজ পরিবার ও তার সদস্যদের বিভিন্ন অবদান এবং কোনো একজন সদস্যের অনুপস্থিতি কী ধরনের সমস্যা হতে পারে এসব বিষয় নিয়ে ভাবনা বন্ধুখাতায় লিখে রেখেছে।

ধাপ ৩: বিমূর্ত ধারণায়ন
শিখন সময় : ৩টি সেশন

সেশন ২

- পাঠ্যবই থেকে শিক্ষার্থীদের ছবি আঁকার বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে ধারণা দিন। যেহেতু এই পাঠে শুধু রেখা, আকার-আকৃতি ও গড়ন আছে তাই এই সম্পর্কেই সহজ ভাষায় জানাবেন।

- গণিতের পাঠে শিক্ষার্থীরা রেখা সর্ম্পকে ধারণা পায়। এক্ষেত্রে আমরা সে ধারণাও কাজে লাগাতে পারি। গাছ, ফুল ও ফলের আকার-আকৃতি ও গড়ন থেকে অর্থাৎ প্রাত্যহিক ব্যবহার্য জিনিস দিয়েই রেখা, আকার-আকৃতি ও গড়ন সম্পর্কে ধারণা দিতে পারেন।

রেখা: বিন্দুর গতিপথকে রেখা বলে। কোনো রেখা সোজা আবার কোনোটি হয় বাঁকা। সোজা রেখাগুলো বিভিন্ন রকম ভাবে আঁকা যেতে পারে। যেমন–লম্বালম্বি, আড়াআড়ি, কোনাকুনি। আঁকাবাঁকা রেখাগুলোও বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন–কোনোটা হতে পারে ঢেউ খেলানো, কোনোটা খাঁজকাটা, আবার কিছু রেখা চক্রাকার, দেখতে অনেকটা গোল শামুকের মতো।

আকার-আকৃতি: রেখার ঘের দিয়ে তৈরি হয় আকার। যেমন–একটি রেখার এক প্রান্ত যখন অন্য প্রান্তকে স্পর্শ করে তখনই আকার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ আকার হলো বাইরের রেখা বা সীমারেখায় আবদ্ধ একটি রূপ। ছবিতে আকারগুলো সাধারণত দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে দ্বিমাত্রিক ভাবে আঁকা হয়, কোনো গভীরতা থাকে না। সাধারণভাবে আকার দুই প্রকার হয়, যেমন–প্রাকৃতিক ও জ্যামিতিক। আকৃতি বলতে বোঝায় কোন বস্তু কতটা ছোটো বা বড় তাকে। তবে সাধারণ ও ব্যবহারিক বাংলায় আকার-আকৃতি শব্দ দুটো একই অর্থে ব্যবহার হয়।

গড়ন: গড়া থেকে গড়ন, গড়ন হলো বস্তুর ত্রিমাত্রিক রূপ। যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আছে অর্থাৎ গভীরতার দিকেও বস্তুটির যে দিকগুলো আছে সেগুলোকে মিলিয়ে যখন রূপটিকে আমরা তুলে ধরি তখন সেটা হয় গড়ন। আকারের মতো আকৃতিও প্রাকৃতিক এবং জ্যামিতিক দু ধরনের হতে পারে। পরবর্তীতে আকার-আকৃতি ও গড়নের ব্যবহার সম্পর্কে আমরা জানব।

- বিভিন্ন রেখা, আকার ও আকৃতি বোর্ডে এঁকে, মডেল স্পর্শ করিয়ে এই ধারণা দিবেন। বিশেষ করে কোনো প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী থাকলে তার জন্য এঁকে বা স্পর্শ করিয়ে এই উপাদান সম্পর্কে ধারণা দিবেন।

- এই সেশনে বিভিন্ন প্রকার রেখা, আকার-আকৃতি ও গড়ন ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের নির্ধারিত স্থানে একটি ‘পরিবার বৃক্ষ’ ও ‘শিল্পকলা পরিবার’ আঁকতে বলুন।

এই কাজ শেষে শিক্ষক দেখবেন, শিক্ষার্থীরা নিচের কাজ করতে পেরেছে কি না–

শিক্ষার্থীরা ছবি আঁকার উপাদান রেখা, আকার-আকৃতি গড়ন ব্যবহার করে পরিবার বৃক্ষ ও শিল্পকলা পরিবার এঁকেছে।

সেশন ৩

- এই সেশনের মূল বিষয় হবে স্বর ও সুর সম্পর্কে জানা ও অনুশীলন করা।
- শিক্ষার্থীদের স্বর সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলবেন, প্রকৃতির বিভিন্ন শব্দ যেমন—বাতাসে গাছের পাতার শব্দ, বিভিন্ন পশুপাখির ডাক ইত্যাদি থেকে যে শব্দ বা আওয়াজ পাই। এই শব্দ যখন শ্রুতিমধুর হয় তখনি আমরা পাই স্বর
- এপর্যায়ে সংগীতের সাতটি স্বরকে শিক্ষার্থীদের রপ্ত করতে সহায়তা করুন ।

স্বর সম্পর্কে ধারণা দিন-

স্বর: মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর কন্ঠ হতে অথবা বস্তুর আঘাতের ফলে যে আওয়াজ বা শব্দ সৃষ্টি হয় তাকে ধ্বনি বলে। আর গ্রহণযোগ্য শ্রুতিমধুর ধ্বনিকে সংগীতে স্বর বলে।

সংগীতের শুদ্ধস্বর হলো ৭টি- সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি । একাধিক স্বরের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয় সুর।

এই কাজে শিক্ষক দেখবেন—শিক্ষার্থীরা ৭টি স্বর-সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি চর্চায় অংশগ্রহণ করেছে কি না।

সেশন ৪

- হাত, পা এবং শরীরের নড়াচড়া অথবা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছন্দময় অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা চলন অনুশীলন করবে। এক পর্যায়ে তারা নেচে-গেয়ে বিভিন্ন পশুপাখির ভঙ্গি অভিনয় করে দেখাতে পারে। এই পুরো বিষয়টিতে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন ও সহায়কের ভূমিকা পালন করুন।
- পরবর্তী সময়ে চলনের সংজ্ঞা বুঝিয়ে বলুন।

নাচের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো হলো—চলন, রস, মুদ্রা, পোশাক ও সাজসজ্জা।

চলন : হাত, পা এবং শরীরের নড়াচড়া অথবা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছন্দময় অবস্থান পরিবর্তনকে বলে চলন ।

এই কাজে শিক্ষক দেখবেন—শিক্ষার্থীরা চলন অনুশীলন করেছে কি না।

ধাপ ৪ : শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্ম উপস্থাপন ও উপভোগে সহায়তা করা (সক্রিয় পরীক্ষণ)

সেশন ৫

- শিল্পকলার প্রাথমিক উপাদান সম্পর্কে যা ধারণা পেয়েছে তা ব্যবহার করে একটি পরিকল্পিত কাজ দিন। এর নাম হবে—'পাঁচ আঙুলের ভুবন'।
- 'পাঁচ আঙুলের ভুবন' কাজটি করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনমতো কয়েকটি ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিন।

- এরপর প্রতিটি দল পাঠ্যবই অনুসারে নিজেদের অভিনয় ভাবনাটি গল্পাকারে লিখে ফেলবে বন্ধুখাতায়। প্রত্যেকটি দলের মধ্যে কে কোন প্রাণীর ভূমিকায় অভিনয় করবে তারও একটি পরিকল্পনা করে নিবে।

- নিজেদের গল্পের নির্ধারিত প্রাণীর চলন ও স্বরকে অনুকরণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার অনুশীলন শুরু করবে।

- এবার দলের প্রত্যেক সদস্য নিজের হাতের আঙুলের মাপে নির্ধারিত প্রাণীর আকার, আকৃতি তৈরি করবে। কাগজ কেটে আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে অথবা কাপড় কেটে সেলাই করে সহজে এইসব আকার, আকৃতি তৈরি করা যেতে পারে। আকার, আকৃতি তৈরির বিষয়ে দলের প্রত্যেক সদস্য একে অন্যকে সহায়তা করবে।

সেশন ৬

- নির্দিষ্ট দিনে শ্রেণিকক্ষের টেবিলগুলোকে মঞ্চ বানিয়ে শিক্ষার্থীরা হাতের আঙুলের সাহায্যে একটি পুতুল নাচ বা পাপেট শো করবে।

- উপকরণ সম্পর্কে নির্দেশনা: যথাসম্ভব প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহারে উৎসাহিত করবেন। প্রাকৃতিক রং, গাছের বিভিন্ন রঙিন পাতা, শুকনো পাতা, ডাল, বিভিন্ন রঙের মাটি, পাথর, ফেলনা বস্তু ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। হারমোনিয়াম, তবলা, মন্দিরা, বাঁশিসহ স্থানীয় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারকে গুরুত্ব দেবেন।

ধারণা প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধাপে ব্যবহৃত বস্তু ও শিল্পকর্মও উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে, যেমন–

ধারণা প্রদান–বিভিন্ন প্রকার পাখি ও পাখির বাসা, বাবুই পাখির বাসা

ছবি, এনিমেশন, কার্টুন, তথ্যচিত্র–বিভিন্ন প্রকার পশু ও পাখির ডাক, তাদের চলন

গান, নাচ, অভিনয়–সংগীতের সাতটি মূল স্বর, গান-বুলবুল পাখি ময়না টিয়ে, লাল ঝুটি কাকাতুয়া ধরেছে যে বায়না, পাখিদের ওই পাঠশালাতে কোকিল গুরু শিখায় গান।

কবিতা ও ছড়া–রজনীকান্ত সেন-এর ‘স্বাধীনতার সুখ’ কবিতা।

অভিজ্ঞতাটির মূল্যায়ন

অভিজ্ঞতা শেষে মুল্যায়ন করতে হবে। এই সহায়িকার শেষ অংশে মূল্যায়ন ছক দেওয়া আছে।

মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রাপ্ত মূল্যায়ন তথ্য নিজের কাছে সংরক্ষণ করতে হবে।

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা

৬.১ প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন, অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।

আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা : ৬.৪ এবং ৬.৫

শিখন সময় : ৮টি সেশন

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : প্রকৃতি ও পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন করে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও কল্পনামিশ্রিত ভাবনাকে শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে পারবে।

বিষয়বস্তু

- দৃশ্যকলা—রং ও পরিসর
- উপস্থাপনকলা—লয়, মাত্রা, তাল, ছন্দ, রস ও মুদ্রা

বৃষ্টি ধারায় বর্ষা আসে শিখন অভিজ্ঞতা চক্র

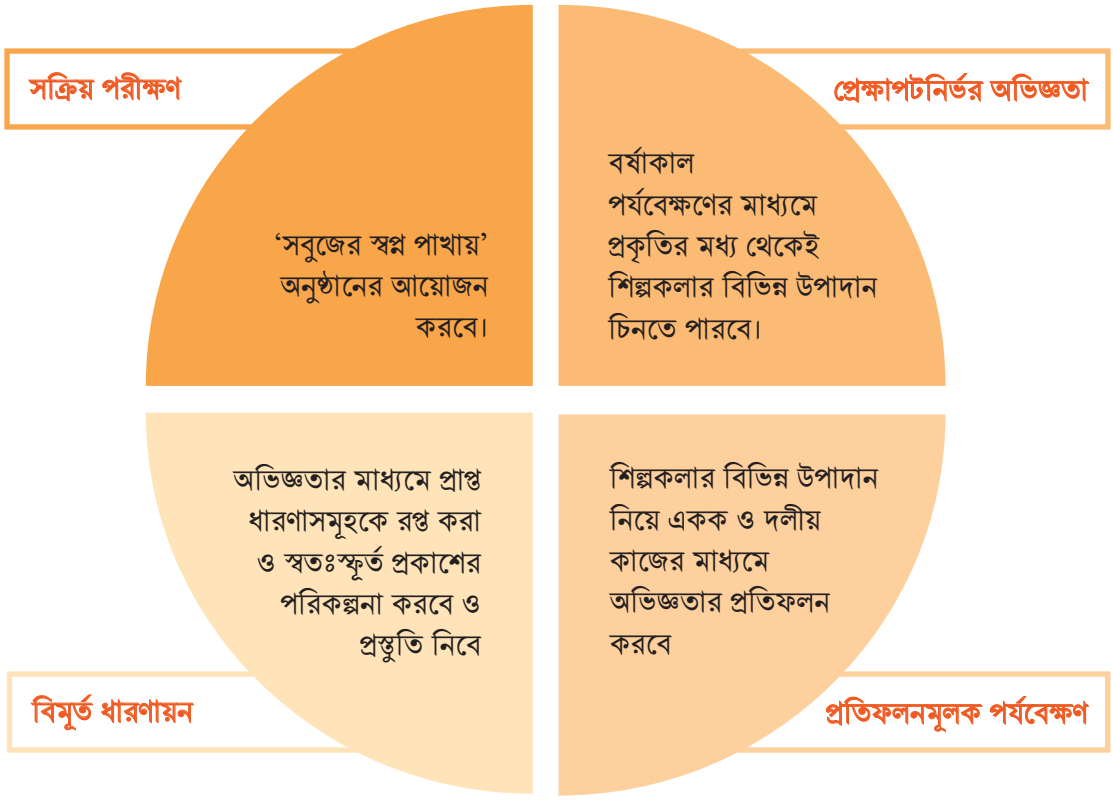

সারসংক্ষেপ : বর্ষায় প্রকৃতির পরিবর্তন আমাদের মনে যে ছাপ ফেলে শিক্ষার্থীকে সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে তা অনুধাবন ও অনুভবে সহায়তা করা। বর্ষার মেঘ, মেঘের গর্জন, বৃষ্টির শব্দ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বর্ষার স্বরূপ উপলব্ধি করা। এই পাঠে শিক্ষার্থীরা ছবি আঁকার উপাদান বর্ণ ও পরিসর; সংগীতের তাল, লয়, মাত্রা, ছন্দ; নৃত্যের রস ও মুদ্রা চর্চা করবে। এছাড়াও পরিবেশ ও প্রকৃতির অন্যতম উপাদান হিসেবে গাছের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নিবে এবং পরিবেশ রক্ষার কাজে উদ্যোগী হবে।

শিখন-শেখানো কার্যক্রম

১ম ধাপ : প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা দেওয়া

শিখন সময় : ১টি সেশন

সেশন ১

- বর্ষা সম্পর্কিত কোনো গান, কবিতা বা ছড়া দিয়ে পাঠ উপস্থাপন করুন।
- বর্ষার প্রকৃতি দেখা, বিভিন্ন রকম বৃষ্টি দেখা, বৃষ্টির শব্দ শোনা বা বৃষ্টিতে ভেজা, বর্ষার আকাশ দেখার ব্যবস্থা করুন। এজন্য প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতার পাশাপাশি বৃষ্টি, আকাশ, মেঘের ভিডিও দেখা বা ছবি দেখানো যেতে পারে।
- দলে কাজ দিবেন যাতে পূর্ব ধারণা থেকে এবং আজকের শ্রেণির অভিজ্ঞতা থেকে বর্ষার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে তারা উপস্থাপন করবে।
- আমাদের গাছটির বর্ষার রূপ দেখা এবং তালিকা করে বন্ধুখাতায় জমা রাখতে বলুন।
- পরিবেশ রক্ষায় যে গাছের ভূমিকা আছে সে বিষয়টি তাদের জানান। বলুন, তারা যেন তাদের বিজ্ঞান বইয়ের অধ্যায়-৫ থেকে গাছ কাটলে কিভাবে পরিবেশের ক্ষতি হয়– তার ধারণা নেয়।
- বলুন, ৫ জুন পরিবেশ দিবস। তারা এদিন পত্র-পত্রিকা থেকে লেখা, ছবি, গাছ ও পরিবেশ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে।
- বলুন, পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আমরা গাছ বিনিময়ের একটি মজার আয়োজন করব। তাই সবাই একটি করে গাছ ঠিক করে রাখব, যা আমরা পরে নির্দিষ্ট দিনে বন্ধুকে উপহার হিসেবে দিব।

বাড়ির কাজঃ শিক্ষার্থীদের গ্রীষ্মের তাপ থেকে ক্রমান্বয়ে তাপমাত্রা পরিবর্তনের বিষয়টি লক্ষ করার জন্য একটি পর্যবেক্ষণমূলক কাজ দিবেন। কাজটি বাড়িতে, বিদ্যালয়ে ও শ্রেণি কাজের বাইরের সময়েও লক্ষ করবে এবং তার অভিজ্ঞতা/তাপমাত্রার পার্থক্য বন্ধু খাতায় লিখে রাখবে।

২য় ধাপ : প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতার প্রতিফলন নেওয়া

শিখন সময় : ২টি সেশন

সেশন ২

- পূর্বের ধাপে বর্ষার যে রূপ প্রকৃতি দেখেছে তা প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন। যেমন–বর্ষায় দেখা ফুল, ফল বা প্রাকৃতিক যে-কোনো কিছুকে আঁকা ও গড়ার মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলুন।
- বর্ষার প্রকৃতি আঁকতে উৎসাহিত করুন।
- বর্ষার গান, নাচ, ছড়া ও কবিতা ইত্যাদি নির্ধারণ করে তা উপস্থাপন করতে বলুন যেমন–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে, ছোটদের আধুনিক গান–মুক্তমালার ছাতি মাথায় বর্ষা এলো রে, ইত্যাদি গান হাতে তালি দিয়ে গাওয়া/নাচ অনুশীলনের ব্যবস্থা করুন।

- আবার বৃষ্টিধারাকে, বৃষ্টি অনুভবের অনুভূতিকে অঙ্গভঙ্গি করে দেখানোর অনুশীলন করাবেন।
- পরিবেশ দিবসের অভিজ্ঞতার প্রতিফলণ করবে আঁকা/গান/নাচ/অভিনয়/লেখার মধ্যদিয়ে।

সেশন ৩

- ১ম সেশনে অনুশীলনের ভিত্তিতে আঁকা, গড়া, গান, নাচ, অভিনয় ইত্যাদি পরিবেশনের মাধ্যমে ২য় সেশনে বর্ষা ঋতু উদ্‌যাপন করবে ।

ধাপ ৩ : বিমূর্ত ধারণায়ন

শিখন সময় : ৩টি সেশন

সেশন ৪

- বর্ষা বিষয়ক যা অভিজ্ঞতা পেয়েছে সেখান থেকে প্রথমেই মেঘ, বৃষ্টির শব্দ ও ছন্দের সাথে মিল দেখিয়ে সংগীতে তাল, লয়, মাত্রা, ছন্দ সম্পর্কে ধারণা দিবেন। বৃষ্টির উদাহরণ দিয়েই এই বিষয়বস্তু অনুশীলন করান।
- বিভিন্ন লয়ের গান অনুশীলন করান।

তাল: তাল শব্দের উৎপত্তি তালি থেকে, মাত্রার ছন্দবদ্ধ সমষ্টিকে তাল বলে। যেমন- কাহারবা, দাদরা ইত্যাদি।

লয়: সংগীতে গতিকে লয় বলে। লয়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায় - ১) বিলম্বিত লয় ২) মধ্যলয়।

৩) দ্রুতলয়।

মাত্রা: সংগীতে গতি বা লয় মাপার একককে মাত্রা বলে। যেমন- এক মাত্রা, দুই মাত্রা, তিন মাত্রা ইত্যাদি। প্রত্যেকটি মাত্রার মধ্যবর্তী ব্যবধান সমান হয়।

ছন্দ: নিয়মবদ্ধ মাত্রার সমাবেশই ছন্দ।

সেশন ৫

বর্ষা বিষয়ক যা অভিজ্ঞতা পেয়েছে সেখান থেকে এরপর বর্ষার রূপ, বৃষ্টির ফোটা, বৃষ্টির ধারা (এক হাত বা দুইহাতের মুদ্রা দিয়ে), ভেজা মানুষ, গাছ, পশুপাখির রূপ অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে এবং আনন্দ, হাসি-কান্না ইত্যাদি মুখভঙ্গির মাধ্যমে অনুশীলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

রস এবং মুদ্রা নাচের দুটি উপাদান।

রস: মুখভঙ্গির মধ্যদিয়ে অনুভুতির প্রকাশকে নাচের ভাষায় রস বলে।

মুদ্রাঃ হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে অর্থবহ কোন কিছু দেখানো বা বোঝানো কে বলে মুদ্রা।

সেশন ৬

আকাশ, মেঘ, বৃষ্টির ধারা ইত্যাদি আঁকা চর্চার মাধ্যমে রঙ ও পরিসর সম্পর্কে ধারণা দিন।

রঙ আর পরিসর হল ছবি আঁকার আরও দুটি উপাদান

রং- রং এর উৎস হল আলো। আলো কোন বস্তুর উপর প্রতিফলিত হয়ে আমাদের দৃষ্টিতে যে বর্ণ অনুভুতি তৈরি করে তাকে রং বলে। ছবি আঁকার ক্ষেত্রে রং দু'রকমের- প্রাথমিক ও মিশ্র। লাল, নীল, হলুদ এই তিনটি হলো প্রাথমিক রং। দুই বা ততোধিক প্রাথমিক রং মিলে হয় মিশ্র রং। বিজ্ঞান পড়ার সময় আমরা জানতে পারব, কিভাবে সূর্যের সাতরঙা রশ্মি বস্তুর উপর পড়ে এর কিছু রশ্মি শোষিত হয় এবং কিছু রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে রং হয়ে ধরা পড়ে। তবে প্রকৃতিতে আলোক রশ্মিগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে বা মিলে মিশে যেভাবে রং তৈরি করে ছবি আঁকার ক্ষেত্রে তা অন্যভাবে ঘটে ।

পরিসর – যে তলের উপর আমরা ছবি আঁকি তাকে পরিসর বলে। যেমন-কাগজ, ক্যানভাস, বোর্ড, দেয়াল ইতাদি।

আকার বা আকৃতির চারপাশের সীমানা এবং মধ্যবর্তী দূরত্বকে কে বলে পরিসর । পরিসর দু'রকমের যথা- ধনাত্মক /বাস্তবিক, ঋণাত্মক/ বিপরীত ধর্মী।

ধাপ ৪ : শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্ম উপস্থাপন ও উপভোগে সহায়তা করা (সক্রিয় পরীক্ষণ)

শিখন সময় : ২টি সেশন

সেশন ৭

- প্রথমে শিক্ষার্থীদের সমান সংখ্যক কয়েকটি দলে ভাগ করে দিন এবং মনে করিয়ে দিন যে তারা এরই মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে তাদের প্রথম সেশনে।
- বলুন যে, আমরা পরিবেশ দিবস উদযাপন করব একটি মজার খেলার মাধ্যমে। সেটি হলো স্বপ্নবৃক্ষ বিনিময়। অর্থাৎ প্রতি শিক্ষার্থী একটি করে চারা যোগাড় করবে, সেটি বহনযোগ্য করার জন্য টব ও ব্যাগ তৈরি করবে এবং তা তার শ্রেণির অন্য সহপাঠীকে উপহার দিবে। সেই ব্যাগে তার একটি স্বপ্ন একটি ছোট কাগজে লিখে দিবে।
- বন্ধুর সাথে চারা বিনিময়ের জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে যার পরিকল্পনাও তারা করবে এই সেশনে।
- বলবেন যেন শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে ও শ্রেণির বাইরে এই প্রস্তুতি নেয়।
- বলুন, তারা যেন পছন্দ ও সুবিধামত ফুল, ফল বা ওষধি গাছের চারা যোগাড় করে। অর্থাৎ পাঠ্যবইয়ে বলা স্বপ্নবৃক্ষটি যোগাড় করবে।
- গাছটিকে রোপন করার জন্য ফেলনা কিছু দিয়ে বহনযোগ্য টব তৈরিতে উৎসাহিত করুন। টব তৈরি, রঙ করা/সাজানোতে সৃজনশীল ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারে।
- এক্ষেত্রে তারা অভিভাবকের সহায়তা নিতে পারে।

- টবটি বহনের জন্য ব্যাগ বানানের ক্ষেত্রে বইয়ের নির্দেশনা অথবা অভিনব কিছু করতে উৎসাহিত করুন।
- যেকোনো একটি ইচ্ছা বা স্বপ্ন লিখবে ছোট কাগজে এবং তা গাছের সাথে ব্যাগে রাখবে।

সেশন ৮

- নির্ধারিত দিনে তারা কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নবৃক্ষ বিনিময় পর্ব করবে।
- শিক্ষক একটি লটারি/বিন্যাস করবেন যার মাধ্যমে জোড়ায় জোড়ায় শিক্ষার্থীরা স্বপ্নবৃক্ষ বিনিময় করবে

বাড়ির কাজের ক্ষেত্রে লক্ষনীয়

- যে চারা গাছটি শিক্ষার্থী বন্ধুর কাছ থেকে পেয়েছে তা পছন্দের জায়গায় নিরাপদে রাখবে। নিয়মিত পানি ও সার দেয়ার ব্যবস্থা করবে।
- একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর আপনি জানতে চাইবেন যে কেমন আছে গাছগুলো।
- গাছটির বেড়ে ওঠার গল্প ধারাবাহিকভাবে এঁকে বা লিখে রাখতে বলবেন বন্ধুখাতায়।
- স্বপ্নবৃক্ষটির বেড়ে ওঠার দিনলিপি, আঁকা ছবি, বন্ধুর দেয়া লিখিত স্বপ্নটি আমরা প্রদর্শন করব "বিজয়ের আলোয় সুন্দর আগামী" বিজয় দিবস উদ্‌যাপন বার্ষিক প্রদর্শনীতে।

বিভিন্ন ধাপে ব্যবহৃত বস্তু ও শিল্পকর্ম উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হবে-

ধারণা প্রদান– বিভিন্ন রকম বৃষ্টি দেখা, বৃষ্টির শব্দ শোনা বা বৃষ্টিতে ভেজা, বর্ষার আকাশ দেখা।

ছবি, এনিমেশন, কার্টুন, তথ্যচিত্র– বৃষ্টি, আকাশ, মেঘের ভিডিও দেখা বা ছবি দেখাতে পারেন।

গান, নাচ, অভিনয়–মুক্তমালার ছাতি মাথায় বর্ষা এলো রে, মেঘের কোলে রোদ হেসেছে,পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে

কবিতা ও ছড়া–সুকুমার রায়ের লেখা, 'বর্ষার কবিতা'–কাগজ কলম লয়ে বসিয়াছি সদ্য, আষাঢ়ে লিখিতে হবে বরষার পদ্য

অভিজ্ঞতাটির মূল্যায়ন

অভিজ্ঞতা শেষে মুল্যায়ন করতে হবে। এই সহায়িকার শেষ অংশে মূল্যায়ন ছক দেওয়া আছে।

মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রাপ্ত মূল্যায়ন তথ্য নিজের কাছে সংরক্ষণ করতে হবে।

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা

৬.২ পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ দেখে, শুনে রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।

আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা: ৬.৪ এবং ৬.৫

শিখন সময়: ৩টি সেশন

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ দেখে, শুনে রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে পারবে

বিষয়বস্তু

- দৃশ্যকলা–রং
- উপস্থাপন কলা– তাল, লয়, মাত্রা, ছন্দ, রস ও মুদ্রা অনুশীলন

শুধিতে হইবে ঋণ শিখন অভিজ্ঞতা চক্র

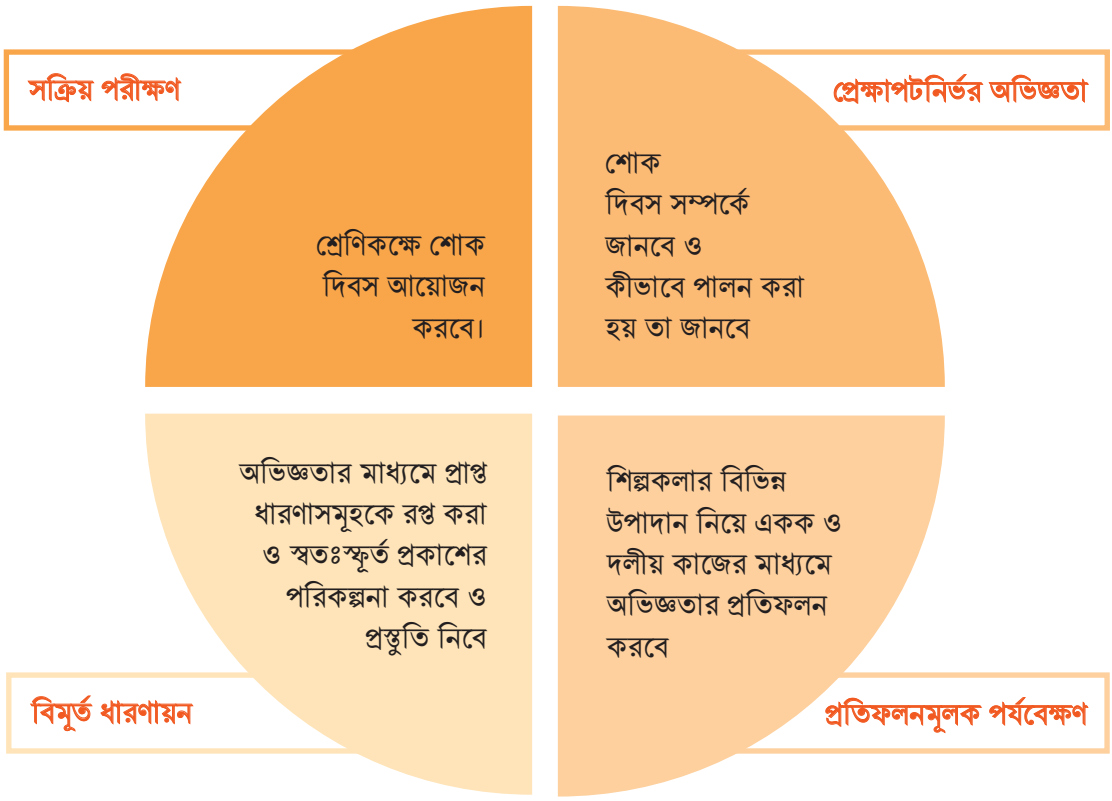

সারসংক্ষেপ: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সময়, সমাজ, রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বনেতা। দেশের মানুষের জন্য ভালোবাসা আর দৃঢ় নেতৃত্বের কারণে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ইতিহাসের মহানায়ক। তার নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি মহান স্বাধীনতা। যার ফলে স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুরা চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের অন্য সকল সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যা করে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে চিরতরে বন্ধ করে দিতে। ফলে সে সব স্বাধীনতা বিরোধী চক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট সংগঠিত করল মানব ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকান্ড। বঙ্গবন্ধুর সাথে সেদিন তাঁরা দশ বছরের শিশু শেখ রাসেলকে পর্যন্ত রেহাই দেয়নি। দেশের বাহিরে থাকায় সেদিন প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুতে সেদিন বাংলাদেশের মানুষের সাথে সাথে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল মুক্তিকামী মানুষের। যা বিশ্বনেতাদের বক্তব্যে আমরা বুঝতে পারি। বঙ্গবন্ধু এই জাতিকে ভালোবেসে নিজের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। এখন কৃতজ্ঞ জাতি হিসেবে আমাদের দরকার বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে তাঁর দেখানো পথে চলে স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গঠনে কাজ করা। এর মধ্য দিয়ে জাতি হিসেবে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি হিসেবে সম্মান জানানোর মাধ্যমে কিছুটা হলেও তাঁর ঋণ শোধ করতে পারব।

শিখন-শেখানো কার্যক্রম

১ম ধাপ ও ২য় ধাপ : প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা দেওয়া ও এর প্রতিফলন নেওয়া

শিখন সময় : ১টি সেশন

সেশন ১

- পাঠ্যবইতে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যে লেখা আছে তা পড়তে দিবেন ।
- শোক দিবস পালনে কী করা হয়, কেমন পোশাক পরা হয়, কী রঙের প্রাধান্য দেখা যায় তা নিয়ে শিক্ষার্থীরা আলোচনা করবে।
- শোকের মাসের ঘটনার মাধ্যমে সাদা রং ও কালো রং সম্পর্কে ধারণা দিবেন।
- পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে ১৫ই আগস্টের জাতীয় শোক দিবস ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আরো বেশি করে জানতে কাজ দিবেন।

এই কাজ শেষে শিক্ষক দেখবেন, শিক্ষার্থীরা নিচের কাজগুলো করতে পেরেছে কিনা

- শোক দিবসের মূল বিষয় অনুধাবন করে বন্ধুখাতায় এ সম্পর্কে লিখেছে।
- শোক দিবসে কী হয়, কোন রঙের ব্যবহার প্রাধান্য পায়, কেমন অনুভূতি হয় তা চিহ্নিত করতে পেরেছে

ধাপ ৩ : শিল্পকলার অন্তর্গত সৃজনশীল শাখায় নিজেকে প্রকাশে সহায়তা করা (বিমূর্ত ধারণায়ন)

শিখন সময় : ১টি সেশন

সেশন ২

- বঙ্গবন্ধু ও ১৫ই আগস্টের জাতীয় শোক দিবস নিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো ছবি আঁকতে উৎসাহিত করুন।
- বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত গান, কবিতা পরিবেশনের জন্য একক ও দলগতভাবে অনুশীলন করতে সহায়তা দিন।

- দলগত অভিনয়ের মাধ্যমেও বঙ্গবন্ধু ও ১৫ই আগস্টের জাতীয় শোক দিবসের মূলভাবকে নিজেদের মতো সহজ সরলভাবে তুলে ধরতে বলুন।

- শোকের প্রতীক হিসেবে ব্যাজ তৈরী: ১৫ই অগাস্টের জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কালো রঙের কাগজ অথবা কাপড় জ্যামিতিক আকারে কেটে নিয়ে শোকের প্রতীক হিসেবে কালো ব্যাজ তৈরি করার কাজ দিন। কাজটি জোড়ায়, দলে করতে দিন। এই ব্যাজগুলো অনুষ্ঠানের দিন বিদ্যালয়ের সকলে পরিধান করবে।

ধাপ ৪ : শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্ম উপস্থাপন ও উপভোগে সহায়তা করা (সক্রিয় পরীক্ষণ)

শিখন সময় : ১টি সেশন

সেশন ৪

এরপর সমস্ত আয়োজনকে একসঙ্গে মিলিয়ে ১৫ই আগস্টের জাতীয় শোক দিবসের দিন শ্রেণিকক্ষে আয়োজন করবেন বিভিন্ন উপস্থাপনা ও চিত্রপ্রদর্শনীর।

- উপকরণ সম্পর্কে নির্দেশনা: যথাসম্ভব প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহারে উৎসাহিত করবেন। প্রাকৃতিক রং, গাছের বিভিন্ন রঙিন পাতা, শুকনো পাতা, ডাল, বিভিন্ন রঙের মাটি, পাথর, ফেলনা বস্তু ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। হারমোনিয়াম, তবলা, মন্দিরা, বাঁশিসহ স্থানীয় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারকে গুরুত্ব দেবেন।

অভিজ্ঞতাটির মূল্যায়ন

অভিজ্ঞতা শেষে মুল্যায়ন করতে হবে। এই সহায়িকার শেষ অংশে মূল্যায়ন ছক দেওয়া আছে।

মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রাপ্ত মূল্যায়ন তথ্য নিজের কাছে সংরক্ষণ করতে হবে।

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা

৬.১ প্রকৃতি ও পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন, অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ, শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় সংবেদশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।

আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা : ৬.৪ এবং ৬.৫

শিখন সময় : ৮টি সেশন

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : প্রকৃতি ও পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন , অনুভব করে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও কল্পনামিশ্রিত ভাবনাকে শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে পারবে।

বিষয়বস্তু

- দৃশ্যকলা—আলো-ছায়া, বুনট
- উপস্থাপন কলা—স্বর ও মাত্রার সম্পর্ক নিয়ে অনুশীলন

শরৎ আসে মেঘের ভেলায় শিখন অভিজ্ঞতা চক্র

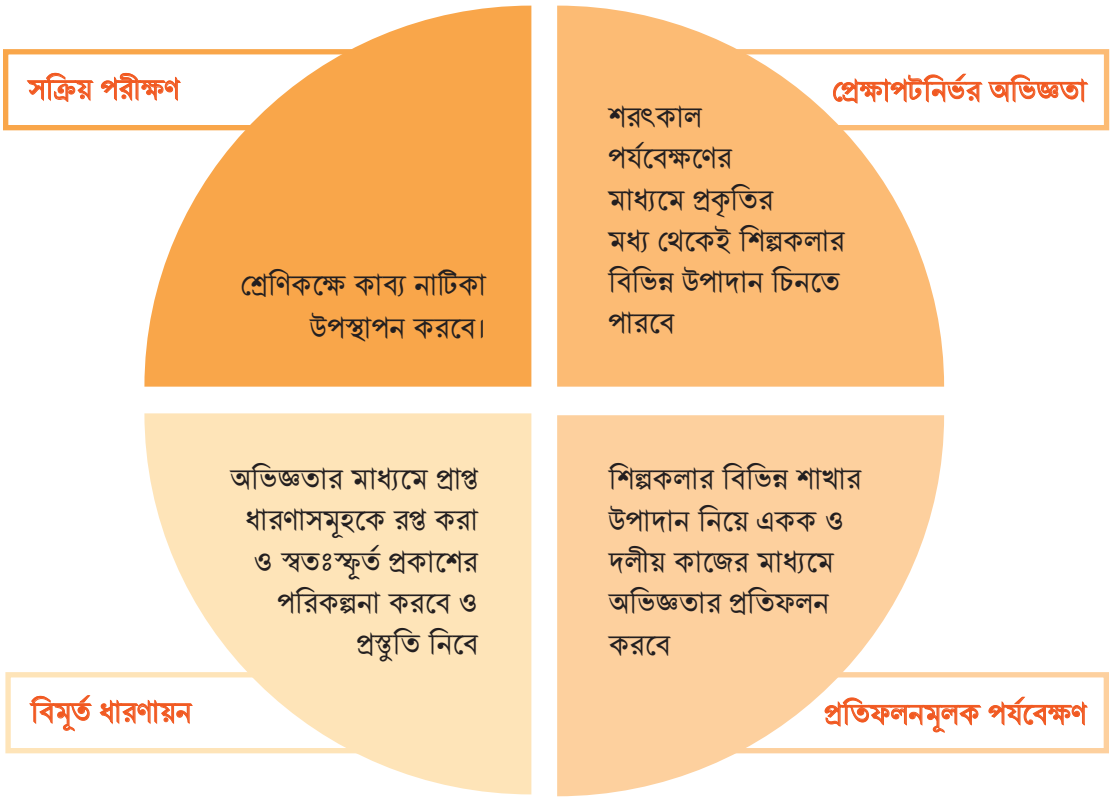

সারসংক্ষেপ : শরৎ প্রকৃতির রূপ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা প্রদানের মাধ্যমে শিল্পের বিভিন্ন ধারায় প্রকাশে আগ্রহী করে তোলা। ছবি আঁকা, নাচ, গান, অভিনয় ইত্যাদি নানা অঙ্গনে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ অনুযায়ী পারদর্শী হয়ে ওঠার লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে শিল্পের আরও কিছু উপাদানের অনুশীলন ও চর্চা করা। বিভিন্ন চরিত্রভিত্তিক হাত পুতুল বা পাপেট তৈরির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের বানানো ছোটোগল্প বা নাটকে অংশগ্রহণ করবে।

শিখন-শেখানো কার্যক্রম

১ম ধাপ ও ২য় ধাপ: প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা দেওয়া ও এর প্রতিফলন নেওয়া

শিখন সময় : ১টি সেশন

সেশন ১

শরৎকাল সম্পর্কে আলোচনা করবেন। এই সময়ে প্রকৃতির কী কী পরিবর্তন হয় সেটা লক্ষ করতে সহায়তা করবেন, যেমন—আকাশ কেমন হয়, মেঘের রূপ কেমন হয়, কী কী ফুল ফোটে, কোন কোন পাখি দেখা যায়, গাছগুলোর অবস্থা, নদীর পরিবর্তন ইত্যাদি আলোচনার বিষয় হবে।

- সম্ভব হলে পার্শ্ববর্তী নদীর তীর ঘুরিয়ে আনবেন কারণ নদীর পারেই শরতের আসল রূপ ধরা পড়ে। তবে খেয়াল রাখতে হবে নদীর পারে শরৎ প্রকৃতি দেখতে যেতে বেশ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে কি না, কারণ আমরা জানি এই সময়ে নদী পানিতে ভরপুর থাকে, তাই যেকোনো দুর্ঘটনা এড়াতে পূর্ব প্রস্তুতি দরকার অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের আগে থেকেই যথেষ্ট সাবধান করে দেয়া জরুরি।

- যেখানে ভ্রমণ করা সম্ভব নয় সেখানে শ্রেণিকক্ষেই ছবি ও ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে শরতের রূপ ছাত্রদের সামনে তুলে ধরবেন। এই ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণের এর পথের পাঁচালী সিনেমার অপু দুর্গার কাশবনের দৃশ্যটি ওদের দেখাতে পারেন। যেটি পরিচালনা করেছেন সত্যজিৎ রায়।

- এছাড়াও স্কুল থেকে বাড়ি আসা-যাওয়ার পথেও শরতের রূপ বৈচিত্র্য ভালোভাবে লক্ষ করার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।

- এবার শরৎ কালে দেখা আকাশের রং, কাশবনের অবস্থা, কাশফুল, পুকুর-ডোবায় ফোটা বিভিন্ন শাপলা, বকের সারি, মাঝি, নৌকা ইত্যাদি তাদের বন্ধুখাতায় লিখে রাখতে বলবেন। মেঘেদের ভেসে যাওয়া, বক-পাখিদের সাঁতার কাটা, মাছ ধরা, উড়ে যাওয়া, কাশবনের দোলা, মাঝিদের নৌকা বাওয়া, ভাটিয়ালি গান গাওয়া ইত্যাদি শরৎ-সম্বন্ধীয় যে কোনো বিষয় লিখে রাখতে বলবেন।

এই ধাপ শেষে শিক্ষক দেখবেন, শিক্ষার্থীরা নিচের কাজগুলো করতে পেরেছে কিনা

- শরৎকালের অভিজ্ঞতা বন্ধুখাতায় লিখেছে কিনা

৩য় ধাপ : শিল্পকলার অন্তর্গত সৃজনশীল শাখায় নিজেকে প্রকাশে সহায়তা করা (বিমূর্ত ধারণায়ন)

শিখন সময় : ৫টি সেশন

সেশন ২

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছবি আঁকার আরও দুটি উপাদান সম্পর্কে ধারণা দেবেন—আলো-ছায়া ও বুনট সম্পর্কে শিক্ষক খুব স্বচ্ছ ধারণা রাখবেন এবং শিক্ষার্থীদের জানাবেন। ছবি আঁকার উপাদান হিসেবে বুনট এবং আলো-ছায়ার প্রয়োগ ও প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন ও পাঠ্যবইয়ে নির্দেশিত ছবিগুলো শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাবেন।

মান (Value): ছবিতে আলো-অন্ধকারের তারতম্যকে মান (Value) বলে। রংকে হালকা থেকে গাঢ় করার মধ্য দিয়ে আলো-অন্ধকার প্রকাশ করা হয়। ছবিতে হালকা রং দিয়ে আলো(light tone) আর গাঢ় রং দিয়ে অন্ধকার(dark tone) বুঝানো হয়। তাছাড়া সাদা আর কালো রং মিশিয়ে তৈরি ছাই রঙের মাধ্যমে ছবিতে মধ্য(middle tone) তৈরি করা হয়।

বুনট : কোনো বস্তুর উপরের অংশের গুণগতমান দেখা এবং অনুভব করা যায় তাকে বুনট বলে। বুনটকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—রুক্ষ, মসৃণ, নরম ও কঠিন।

সেশন ৩

এ ধাপের অন্তর্গত একটি সেশনে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের স্বর ও মাত্রার সম্পর্ক নিয়ে ধারণা প্রদান করবেন ও স্বর সাধনা করাবেন।

১ মাত্রা
সা । রে । গা । মা । পা । ধা । নি
২ মাত্রা
সা সা । রে রে । গা গা । মা মা । পা পা । ধা ধা । নি নি
৩ মাত্রা
সা সা সা । রে রে রে । গা গা গা । মা মা মা । পা পা পা । ধা ধা ধা । নি নি নি
৪ মাত্রা
সা সা সা সা । রে রে রে রে । গা গা গা গা । মা মা মা মা । পা পা পা পা । ধা ধা ধা ধা । নি নি নি নি।

সেশন ৪, ৫ ও ৬

নাটক

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত নাটিকাটি পড়ে এর চরিত্রগুলোকে অনুধাবন ও অনুভব করার জন্য শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- এর আলোকে শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে পাঠ্যবইয়ের নাটকটি উপস্থাপন করার প্রস্তুতি নিবে। প্রতিটি দলকেই নাটকটি চর্চা করতে হবে।
- এজন্য দলের সদস্যরা কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে চরিত্র ভাগ করে নিবে, কেউ নাটকটি পরিচালনা করার দায়িত্ব নিবে, কেউ প্রপস বানানোর কাজ নিবে-এভাবে কাজ পরিকল্পনা ও ভাগ করে নিবে।
- কোন কোন চরিত্র কি কি উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হবে তার একটি তালিকা তৈরি করবে। চরিত্র অনুযায়ী গলার স্বর ও অঙ্গভঙ্গি দিয়ে সে চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার অনুশীলন করবে।
- শিক্ষক ছাত্রদের হাত পাপেট সম্পর্কে জানাবেন। চাইলে এর জন্য বিভিন্ন স্থিরচিত্র ও ভিডিওচিত্র দেখাতে পারেন এবং উপকরণ কী কী হতে পারে সেটিও আলোচনা করবেন। পাপেট-এর নির্দিষ্ট চরিত্রটি তৈরি করার উপকরণগুলো সংগ্রহ করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা হাতের মাপের পাপেট বা পুতুল বানিয়ে এবং অভিনয়ের মাধ্যমে সেটিকে ফুটিয়ে তোলার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

- এই কার্যক্রমে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে হাত পাপেট তৈরিতে বিভিন্ন খেলনা ও প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহারে উৎসাহিত করবেন এবং উপস্থাপনের জন্য গল্প বেছে চরিত্র অনুযায়ী অনুশীলনের আগ্রহী করে তুলবেন। গান, সংলাপ বলা ও অঙ্গভঙ্গি চর্চা করাবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক অবশ্যই কোনো নিয়মনীতিতে ছাত্রদের আবদ্ধ করবেন না।

- শিক্ষার্থী গল্পের বা নাটিকার চরিত্র অনুযায়ী কথা বলার চেষ্টা করছে কি না অথবা সঠিক স্বর ব্যবহার করে শব্দের সৃষ্টি করছে কি না শিক্ষক সেই বিষয়টি লক্ষ করবেন।

পাপেট তৈরির উপকরণ সম্পর্কে ধারণা

- পাপেট তৈরিতে চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন উপকরণ, পায়ের মোজা, টুকরো কাপড়, কাগজ ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

- পরবর্তী সময়ে নির্দিষ্ট চরিত্র তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে দড়ি, সুতা, বিভিন্ন আকারের বোতাম, গাছের পাতা, বাকল, শুকনো ডাল, রঙিন ছোটো ছোটো টুকরো কাগজ ও টুকরো কাপড় এবং আরো বিভিন্ন ফেলনা জিনিসপত্র।

সতর্কতা অবলম্বন

- সুতার কাজে অনেকেই সুঁই ব্যবহার করতে পারে। সেক্ষেত্রে তারা যেন সতর্কতার সাথে কাজ করে এই ব্যাপারে তাদের আগে থেকেই সাবধান করা।

- টুকরো কাপড়, টুকরো কাগজ কাটার সময় কাঁচি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক হতে বলা।

- গাছের পাতা, ডাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা, যেন কোনো বিষাক্ত গাছ তারা ব্যবহার না করে।

৪র্থ ধাপ : শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্ম উপস্থাপন ও উপভোগে সহায়তা করা (সক্রিয় পরীক্ষণ)

শিখন সময় : ২টি সেশন

সেশন ৭ও ৮

- শেষের দুই দিনে শ্রেণিকক্ষের টেবিলগুলোকে মঞ্চ বানিয়ে শিক্ষার্থীরা হাতের সাহায্যে তাদের দলের নাট্য উপস্থাপন করবে।

অভিজ্ঞতাটির মূল্যায়ন

অভিজ্ঞতা শেষে মুল্যায়ন করতে হবে। এই সহায়িকার শেষ অংশে মূল্যায়ন ছক দেওয়া আছে।

মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রাপ্ত মূল্যায়ন তথ্য নিজের কাছে সংরক্ষণ করতে হবে।

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা

৬.১ প্রকৃতির পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন, অনুধাবন করে নিজের অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।

আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা : ৬.৪ এবং ৬.৫

শিখন সময় : ৩টি সেশন

অর্জন উপযোগী যোগ্যতার : প্রকৃতি ও পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন করা এবং পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ দেখে, শুনে রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে পারবে।

বিষয়বস্তু

দৃশ্যকলা - পূর্বের পাঠের বিষয়বস্তু চর্চা

উপস্থাপন কলা - স্থানীয় ও লোকগান চর্চা

হেমন্ত রাঙা সোনা রঙে শিখন অভিজ্ঞতা চক্র

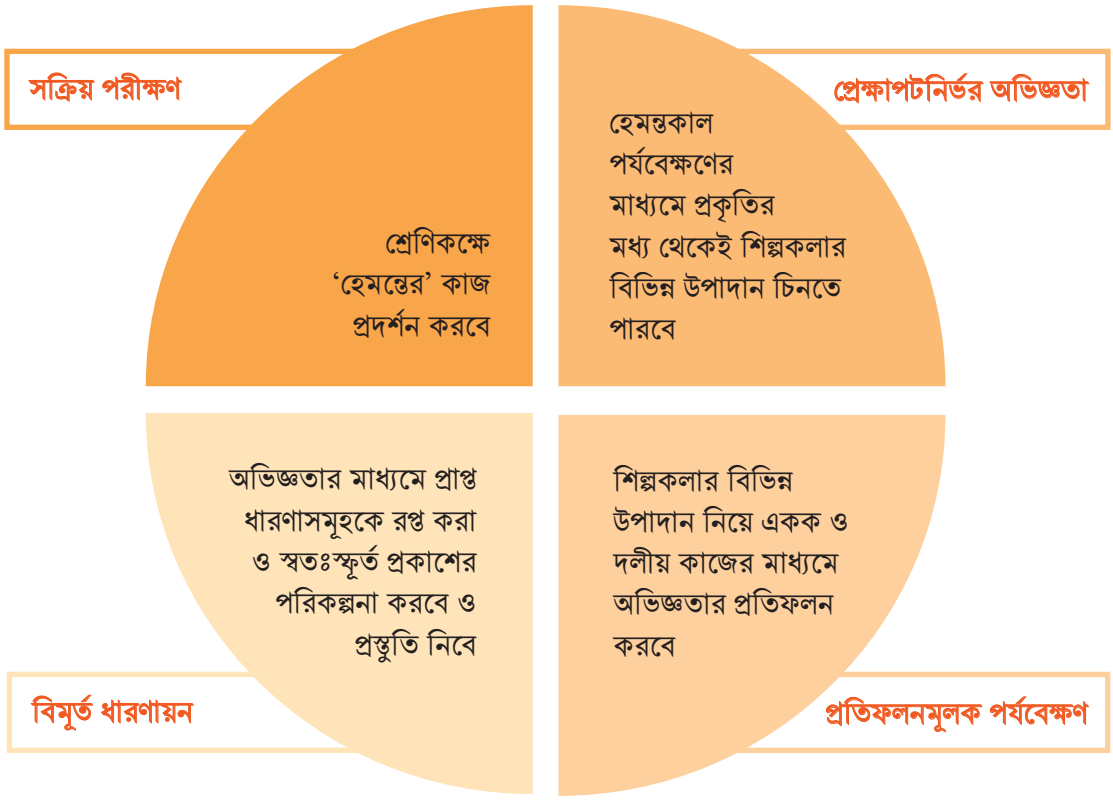

সারসংক্ষেপ : হেমন্ত ঋতুতে প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য অবলোকন করানোর মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার ফসলের অবস্থা ও পূর্বের গাছটির অবস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানানো। কৃষকের কঠোর পরিশ্রমে আমরা পাই এই সোনালি ফসল–বিষয়টি উপস্থাপনের মাধ্যমে 'কৃষিকাজ' পেশাটির প্রতি সম্মান জাগিয়ে তোলা। কৃষিকাজে ব্যবহৃত কাস্তে, মাথাল (মাথার টুপি), লাঙল, ডালা, কুলাসহ উপকরণগুলো সম্পর্কে ও এর আকার আকৃতি সম্পর্কে ধারণা দেয়ার মাধ্যমে হস্তশিল্প সম্পর্কে জানানো।

শিখন-শেখানো কার্যক্রম

১ম ধাপ ও ২য় ধাপ : প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা দেওয়া ও এর প্রতিফলন নেওয়া

শিখন সময় : ১টি সেশন

সেশন ১

- গাছ সম্পর্কে প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য শিক্ষক গাছটির হেমন্তকালের অবস্থা তুলে ধরার ব্যবস্থা করবেন।
- দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আঙিনায় পূর্বের গাছটির অবস্থা প্রদর্শন করবেন অথবা ভ্রমণের মাধ্যমে মাঠে ঘাটে ফসলের মাঠের রূপ বৈচিত্র্য অবলোকন করবেন। জমি তৈরি থেকে শুরু করে ফসল উৎপাদন পর্যন্ত কৃষকের কঠোর পরিশ্রমের সার্বিক ধারণা দেবেন।
- কৃষকের ব্যবহৃত নানা উপকরণ, কৃষকদের নিয়ে অন্যান্য শিল্পীদের আঁকা ছবি দেখিয়ে ধারণা দেবেন।
- ফসলের মাঠ ভ্রমণের সুযোগ না থাকলে হেমন্ত ঋতু ও কৃষিকাজের নানা ফটোগ্রাফ, ভিডিওচিত্র দেখিয়ে অভিজ্ঞতা দিতে পারেন।
- শিক্ষার্থীরা বন্ধুখাতায় হেমন্ত ঋতুর উপর তার অনুভূতি প্রকাশ করবে।

এ ধাপ শেষে তিনি দেখবেন শিক্ষার্থীরা নিচের কাজগুলো করতে পেরেছে কি না

- বন্ধুখাতায় হেমন্তের রূপ তুলে ধরতে পেরেছে।

৩য় ধাপ : শিল্পকলার অন্তর্গত সৃজনশীল শাখায় নিজেকে প্রকাশে সহায়তা করা (বিমূর্ত ধারণায়ন)

শিখন সময় : ১টি সেশন

সেশন ২

- ড্রইং করে/কাগজ কেটে/গাছের পাতা/ডালপালা দিয়ে হেমন্ত ঋতুর প্রকৃতির রূপ, কাকতাড়ুয়া, কৃষকের অবয়ব, মাথাল তৈরি ইত্যাদি কাজ করবে ও বন্ধুখাতায় সংরক্ষণ করবে।
- কেউ কেউ হেমন্ত নিয়ে তার পছন্দের গানটি গাইবে, হেমন্ত নিয়ে নেচে অথবা অভিনয় করবে। কেউ বা হেমন্ত নিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো লিখে অথবা কোনো পছন্দের কবিতা বা ছড়া ইত্যাদি চর্চা করবে।
- হেমন্তের নানা উপাদান এঁকে শস্যদানা আর আঠা দিয়ে পূরণ করবে।

এই ধাপ শেষে শিক্ষক দেখবেন শ্রেণির সব শিক্ষার্থী নিচের কাজগুলো করতে পেরেছে কি না–

১. কাগজ কেটে, ড্রইং করে, গাছের পাতা, ডালপালা দিয়ে কিষান /কিষানির অবয়ব তৈরি করেছে বন্ধুখাতায়।
২. গাছের পাতা, ডালপালা, মাটি, যেকোনো ফেলনা জিনিস দিয়ে কৃষকের অবয়ব /হেমন্ত নিয়ে কাস্তে, মাথাল, লাঙল গড়তে/আকৃতি বানিয়েছে।
৩. আঁকা ছবিতে শষ্যদানা আঠা দিয়ে লাগাতে পেরেছে।

৪র্থ ধাপ: শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্ম উপস্থাপন ও উপভোগে সহায়তা করা (সক্রিয় পরীক্ষণ)
শিখন সময়: ১টি সেশন

সেশন ৩

হেমন্ত ঋতু নিয়ে করা সব কাজ নিয়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আয়োজনে সব শিক্ষার্থী মিলে প্রদর্শন ও উপস্থাপন করবে।

ধারণা প্রদানের জন্য উপকরণ–

- শিক্ষক বই, গান, নাচ, কবিতা, গল্প ইত্যাদির মাধ্যমে অভিজ্ঞতা দেয়ার জন্য বিভিন্ন চার্ট, ছবি, মডেল, পাঠ্যবই, স্লাইড, প্রজেক্টর ব্যবস্থা করতে পারেন।
- ছবি, এনিমেশন, কার্টুন, তথ্যচিত্র : নবান্ন উৎসব, হেমন্তের নানারূপ বিষয়ের ছবি দেখানোর ক্ষেত্রে স্থানীয় উল্লেখযোগ্য কোনো আচার অনুষ্ঠান যদি থাকে অথবা এর সঙ্গে সম্পর্কিত ছবি, এনিমেশন, কার্টুন, তথ্যচিত্র ইত্যাদি দেখাতে পারেন।
- গান, নাচ, অভিনয় : এবার ধান কাটিব কচাকচ–জসীমউদ্‌দীন নতুন ধানের চিড়া দিব, নতুন ধানের খই–ফরিদপুরের আঞ্চলিক গান।
- কবিতা ও ছড়া : 'হেমন্ত'–সুফিয়া কামাল, 'ধানক্ষেত', 'নকশী কাঁথার মাঠ'–জসীম উদদীন ইত্যাদিসহ স্থানীয় লোক কবিতাকে প্রাধান্য দিতে পারেন।

অভিজ্ঞতাটির মূল্যায়ন

অভিজ্ঞতা শেষে মুল্যায়ন করতে হবে। এই সহায়িকার শেষ অংশে মূল্যায়ন ছক দেওয়া আছে।

মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ

প্রাপ্ত মূল্যায়ন তথ্য নিজের কাছে সংরক্ষণ করতে হবে।

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা

৬.২ পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ দেখে, শুনে রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।

আন্তঃবিষয়ক যোগ্যতা : ৬.১, ৬.৪ এবং ৬.৫

শিখন সময় : ৬টি সেশন

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও অর্জনকে জেনে, বুঝে অর্জিত অভিজ্ঞতা অনুভূতি ও কল্পনার সাথে মিলিয়ে শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে পারবে।

বিষয়বস্তু

- দৃশ্যকলার–সারা বছরের কাজ
- উপস্থাপন কলার–সারা বছরের কাজ

বিজয়ের আলোয় সুন্দর আগামী শিখন অভিজ্ঞতা চক্র

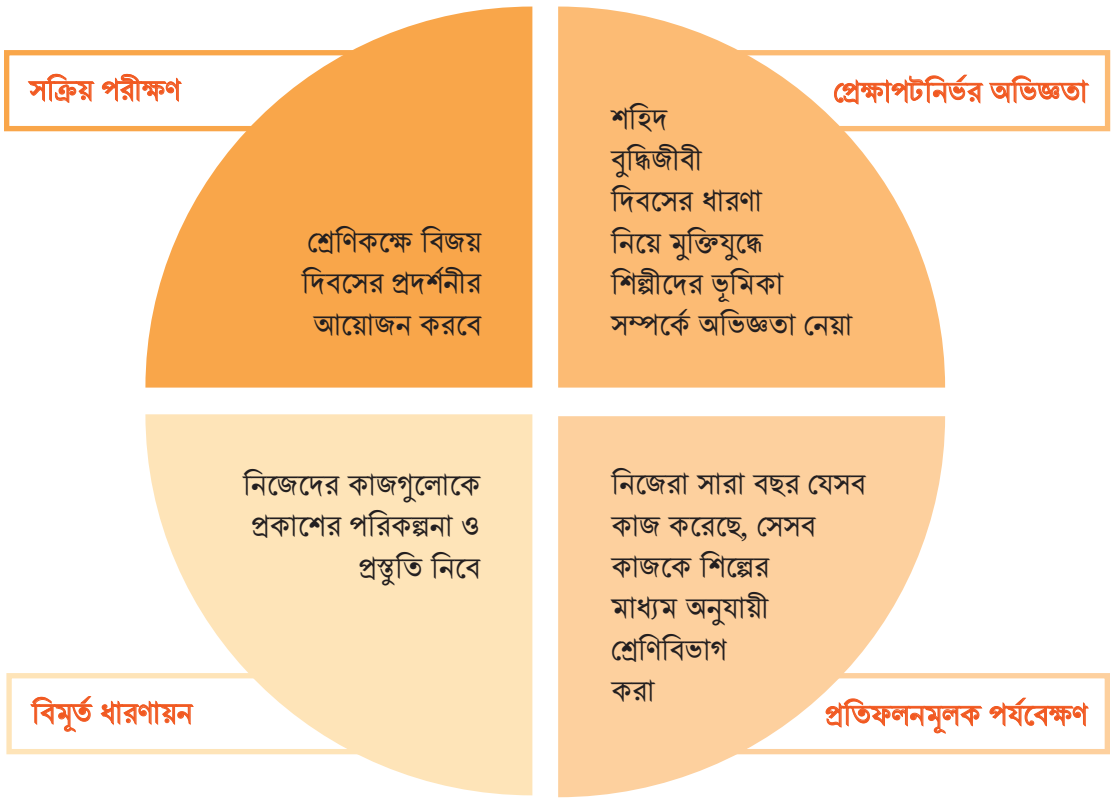

সারসংক্ষেপ : বছর জুড়ে শিক্ষার্থীরা দৃশ্যকলা ও উপস্থাপন কলার বিভিন্ন উপাদান দেখেছে, শুনেছে ও হাতেকলমে অনুশীলন করেছে। বছর শেষে একসঙ্গে কাজের মাধ্যমে তা ফিরে দেখবে এবং এসব কাজ নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করবে।

শিখন-শেখানো কার্যক্রম

১ম ধাপ ও ২য় ধাপ : প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা দেওয়া ও এর প্রতিফলন নেওয়া :

শিখন সময় : ২টি সেশন

সেশন ১ ও ২

- শিক্ষার্থীদেরকে দলে ভাগ করে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস সম্পর্কে কাজ করতে দিবেন। কাজটি হলো প্রতিটি দল অন্তত একজন বুদ্ধিজীবীকে শনাক্ত করে তার যেকোনো একটি বা একাধিক সাহিত্য/শৈল্পিক কাজ সম্পর্কে উপস্থাপন করতে পারে।

- সারা বছরের দৃশ্যশিল্প বিষয়ক এবং উপস্থাপনশিল্প বিষয়ক কাজ ফিরে দেখা: এরপর বছর জুড়ে নিজেদের তৈরি শিল্পকর্ম বা কাজের তালিকা করতে বলবেন। এরপর সেই তালিকাকে নিচের ভাগ অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করতে বলবেন।

    - কোন কোন কাজ প্রকৃতি ও ঋতু বৈচিত্র্যকে নিয়ে করেছে।
    - কোন কোন কাজ পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনা নিয়ে করেছে।
    - কোন কোন কাজ দেশীয় ও লোকসংস্কৃতি নিয়ে করেছে।

- শিক্ষার্থীদের বলবেন বিজয় দিবস উৎযাপনের পরিকল্পনা করতে। প্রতিটি দলই একটি দৃশ্যশিল্প ও একটি উপস্থাপনশিল্প প্রদর্শনের পরিকল্পনা করবে এবং শিক্ষকের কাছে তাদের পরিকল্পনা জমা দিবে।

ধাপ ৩ ও ৪ : শিল্পকলার অন্তর্গত সৃজনশীল শাখায় নিজেকে প্রকাশে সহায়তা করা

শিখন সময় : ৪টি সেশন

সেশন ৩, ৪, ৫ ও ৬

বিজয় দিবস উদযাপন

- প্রস্তুতি গ্রহণের সময় ১ সপ্তাহ (২ সেশন)। যদি কোন দলের আগের করা কোন শিল্পসামগ্রী নষ্ট হয়ে যায় তবে তারা চাইলে আবার তৈরি করতে পারে। তবে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

- প্রদর্শনী হবে দুইটি ভাগে। একদিন উপস্থাপনকলার কর্ম উপস্থাপন–১টি সেশন এবং অন্যদিন দৃশ্যকলা কর্ম উপস্থাপন–১টি সেশন হতে পারে।

অভিজ্ঞতাটির মূল্যায়ন

অভিজ্ঞতা শেষে মুল্যায়ন করতে হবে। এই সহায়িকার শেষ অংশে মূল্যায়ন ছক দেওয়া আছে।

বিষয়ের মূল্যায়ন

২০২৩ সাল থেকে শুরু হওয়া নতুন শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আপনাকে সহায়তা দেয়ার জন্য এই নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছে। এছাড়া শিক্ষক সহায়িকাতেও মূল্যায়নের প্রাথমিক নির্দেশনা দেয়া আছে। যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে,

১। নতুন শিক্ষাক্রম বিষয়বস্তুভিত্তিক নয়, বরং যোগ্যতাভিত্তিক। এখানে শিক্ষার্থীর শিখনের উদ্দেশ্য হলো কিছু সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন। ।

২। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক। অর্থাৎ শিক্ষার্থী প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। আর এই অভিজ্ঞতা চলাকালে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে শিক্ষক মূল্যায়নের উপাত্ত সংগ্রহ করবেন।

৩। নম্বরভিত্তিক ফলাফলের পরিবর্তে এই মূল্যায়নের ফলাফল হিসেবে শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতার (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ) বর্ণনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে।

৪। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিখনকালীন ও সামষ্টিক এই দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে।

মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চর্চা করার সময় জেন্ডার বৈষম্যমূলক ও মানব বৈচিত্রহানিকর কোন কৌশল বা নির্দেশনা ব্যবহার করা যাবেনা। যেমন–নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লিঙ্গবৈচিত্র্য ও জেন্ডার পরিচয়, সামর্থ্যের বৈচিত্র্য, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে আলাদা কোনো কাজ না দিয়ে সবাইকেই বিভিন্ন ভাবে তার পারদর্শিতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিতে হবে। এর ফলে, কোন শিক্ষার্থীর যদি লিখিত বা মৌখিক ভাব প্রকাশে চ্যালেঞ্জ থাকে তাহলে সে বিকল্প উপায়ে শিখন যোগ্যতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে। একইভাবে, কোন শিক্ষার্থী যদি প্রচলিত ভাবে ব্যবহৃত মৌখিক বা লিখিত ভাবপ্রকাশে স্বচ্ছন্দ না হয়, তবে সেও পছন্দমত উপায়ে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।

অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন শিখন চাহিদা থাকার ফলে, শিক্ষক তার সামর্থ্য নিয়ে সন্দিহান থাকেন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কাজেই এ ধরণের শিক্ষার্থীদেরকে তাদের দক্ষতা/আগ্রহ/সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের শিখন উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

মূল্যায়ন কৌশল

এই বিষয়ের মুল্যায়ন মুলতঃ তিনভাবে হবে-

১. শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষন ও উপলব্ধি প্রকাশ করে স্ব-মূল্যায়ন করবে ।
২. ক্ষেত্রবিশেষে সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন ছক শিক্ষক পূরণ করাবেন।
৩. ক্ষেত্রবিশেষে অভিভাবক কতৃক মূল্যায়ন ছক শিক্ষক পূরণ করাবেন।

সহপাঠী মূল্যায়ন

সহপাঠী মূল্যায়ন রাখা হয়েছে মাত্র দুটি অভিজ্ঞতার শেষে-

- বৃষ্টি ধারায় বর্ষা আসে
- শরৎ আশে মেঘের ভেলায়

অভিজ্ঞতার সব কাজ শেষ হওয়ার পর কাজের প্রতিফলনের অংশ হিসেবে এই ছক পুরণ করাবেন। ছকটি শিক্ষার্থীরা দলে বসে আলোচনা করে পুরণ করে শিক্ষকের কাছে জমা দিবে। এর ছক পরিশিষ্টে দেওয়া হলো:

মূল্যায়নে অভিভাবকের অংশগ্রহণ

এই বিষয়ে মূল্যায়নে অভিভাবকের মন্তব্য ও মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক হিসেবে আপনি এইটি নিশ্চিত করবেন। কিছু অভিজ্ঞতা নির্ধারণ করা আছে যেখানে আপনি অভিভাবকের সহযোগিতা নিবেন। অভিভাবক শিক্ষার্থীর সাথে তার অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষার্থীর বইয়ের নির্ধারিত পাঠের শেষে নিচের লেখার পাশের বক্সে টিক চিহ্ন দিবেন।

এই অভিজ্ঞতাগুলো হলো-

- নব আনন্দে জাগো
- বৃষ্টি ধারায় বর্ষা আসে
- শরৎ আসে মেঘের ভেলায়

সহপাঠী মূল্যায়ন ছক: শিক্ষার্থী কর্তৃক দলের সদস্যদের পারফরমেন্স মূল্যায়ন

শিরোনাম: দল নং-

					দলের শিক্ষার্থীদের ক্রম									
ক্রম	ক	খ	গ	ঘ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	কাজ করতে খুবই আগ্রহী। দলের অন্য সদস্যদেরকেও আগ্রহী করতে চেষ্টা করেছে	দলে নিজের ভূমিকা সুন্দর করে পালন করেছে	নিজের অংশের কাজটুকু মোটামুটি করেছে	নিজের কাজটুকু করতে অসুবিধা বোধ করেছে										
২.	দলের কাজে নতুন আইডিয়া দিয়ে আরও সুন্দর করেছে।	সবার সাথে নানান আলোচনা ও সমস্যা সমাধানে কাজ করেছে	মাঝে মাঝে আলোচনায় ও সমাধানে কাজ করতে পেরেছে	অল্প কিছু আলোচনায় ও সমাধানে কাজ করতে পেরেছে										
৩.	সহপাঠীদের কাজে/ শিল্পসামগ্রী তৈরিতে বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিয়েছে	সহপাঠীদের কাজে/শিল্পসামগ্রী তৈরিতে উৎসাহ দিয়েছে এবং ফিডব্যাক দিতে চেষ্টা করে করেছে	সহপাঠীদের কাজে/ শিল্পসামগ্রী তৈরিতে সাহায্য করতে পারে নাই তবে প্রয়োজনে ফিডব্যাক দিয়েছে	সহপাঠীদের কাজে/ তৈরিতে সহযোগিতা করতে পারে নাই										

দলের সকল শিক্ষার্থীর ক্রমানুযায়ী নাম, রোল ও স্বাক্ষর :

ক্রম	নাম	রোল	সাক্ষর
১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬			
৭			
৮			
৯			
১০			

অভিভাবক কর্তৃক মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীর সাথে আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে নিচের বক্সে টিক চিহ্ন দিন-

☐ শিক্ষকের নির্দেশনার ভিত্তিতে কাজ করেছে।

☐ এই পাঠ সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলে জানার চেষ্টা করেছে।

☐ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকল কাজ করেছে।

☐ নিজে কাজ করার পাশাপাশি অন্যকেও কাজ করতে সহযোগিতা করেছে।

☐ এই পাঠে ----------চর্চা করেছে।

☐ এই পাঠে শিক্ষার্থী যে বিষয়টি রপ্ত করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করেছে/ প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত করেছে-

অভিভাবকের মন্তব্য ও স্বাক্ষর: তারিখ:

'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' আয়োজনে পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আল্লারাখা আর ওস্তাদ আলী আকবর খান

দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ

- মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য আন্তর্জাতিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং ত্রাণ সাহায্যার্থে ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট, রবিবার অপরাহ্নে 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমেই মূলত বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের যুদ্ধকালীন সংকটের বার্তা পৌঁছে যায়।
- আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটির ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে প্রায় ৪০ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে এই কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়। এ কনসার্টের মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন বিখ্যাত ভারতীয় সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত রবিশঙ্কর এবং ব্রিটিশ সংগীত শিল্পী জর্জ হ্যারিসন। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিখ্যাত সংগীত শিল্পীদের এক বিশাল দল অংশ নিয়েছিলেন, যাদের মধ্যে বব ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন, জোয়ান বায়েস, বিলি প্রেস্টন, লিয়ন রাসেল, ব্যাডফিঙ্গার এবং রিঙ্গো স্টার ছিলেন উল্লেখযোগ্য। রবিশঙ্কর ও বিখ্যাত সরোদবাদক ওস্তাদ আলি আকবর খান যন্ত্রসংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করেন। তাঁদের সাথে তবলায় ছিলেন ওস্তাদ আল্লা রাখা খান।
- এই কনসার্ট থেকে প্রাপ্ত অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ছিল প্রায় আড়াই কোটি মার্কিন ডলার যা ইউনিসেফের মাধ্যমে শরণার্থীদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হয়েছিল।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ
৬ষ্ঠ শ্রেণি
শিক্ষক সহায়িকা
শিল্প ও সংস্কৃতি

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করো

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য